দুর্গামঙ্গল।

দুষ্প্রাপ্য

(প্রাচীনকাব্য)

দ্বিজরামচন্দ্র-বিরচিত।

ও

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

মো[illegible] প্রেস — কলিকাতা।

১৩০৫

Calcutta.

PRINTED BY S. BHATTACHARYYA,

METCALFE PRESS :

1 GOUR MOHAN MUKHERJI'S STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

20, CORNWALLIS STREET.

1898

ভূমিকা।

অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই কয় শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গভূমিতে কত বাঙ্গালাগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, ইতিবৃত্তের অভাবে বাঙ্গালাভাষার লেখকগণের ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিনা অনুসন্ধানে কত বাঙ্গালাকবির নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কত বা অদ্যাপি বাঙ্গালীসমাজে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? যে দুই জন গ্রন্থকার বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, সম্যক্‌চেষ্টার অভাবে তাঁহারাও অধিকাংশ গ্রন্থকারের নাম জানিতে পারেন নাই। এত দিন শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে বড় ক্ষীণদৃষ্টি ছিল, সংপ্রতি অনেকেই বুঝিয়াছেন মাতৃভাষার উন্নতিব্যতীত জাতীয়উন্নতি অসম্ভব। তজ্জন্য কৃতবিদ্যসমাজ মাতৃভাষার সেবায় এবং মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কথঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়াছেন। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ কলিকাতা-মহানগরীতে "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সভায় মধ্যে মধ্যে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রন্থের আলোচনা হইয়া থাকে।

আমি বিগত ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গোয়ালনন্দ উপবিভাগের অন্তর্গত হমেদনগর-পোষ্ট-আফিসের অধীন

মূলঘরনিবাসী শ্রীযুক্তকাশীচন্দ্রআচার্য্য মহাশয়ের গৃহে কয়েক খানি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসন্ধানে যাই, অন্বেষণ করিতে করিতে সংস্কৃত গ্রন্থরাশির মধ্যে কতিপয় অশ্রুতপূর্ব্ব বাঙ্গালাগ্রন্থ প্রাপ্ত হই; এই 'দুর্গামঙ্গল' পুস্তক খানি তাহার অন্যতম। উক্ত আচার্য্য মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় গোলোকচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় এক সময় এই পুস্তকখানি দক্ষিণদেশের জাহ্নবীতীরস্থ কোন স্থান হইতে নকল করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমি প্রথমে এই পুস্তকখানি বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, বি, এল, মহোদয়কে দেখাই। তিনি ইহার স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া এই পুস্তক সংক্রান্ত একটী প্রবন্ধ লিখিতে বলেন। তদনুসারে আমি বিগত ১৩০৪সালের ২৫শে মাঘ তারিখে বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদে "দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করি। প্রবন্ধ শ্রবণে সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণ সকলেই গ্রন্থকারের কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাহার পর কলিকাতা-নর্ম্ম্যালবিদ্যালয়ের প্রধানপণ্ডিত সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই। এই প্রাচীন কবির লুপ্তপ্রায় গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট যাহাতে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য সকলেরই আগ্রহ। বিশেষতঃ বাঙ্গালাসাহিত্যের পরমহিতৈষী সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রুতমাত্র সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ের পক্ষ হইতে এই গ্রন্থখানির প্রকাশব্যয় অনুমোদন করেন। তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

কবির জীবনী। দুর্গামঙ্গল পাঠে জানা যায়, এই কাব্যের প্রণেতা দ্বিজ রামচন্দ্র। তাঁহার পিতা দ্বিজ রামধন ও পিতামহ গোপাল মুখুটী। তাঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন, তন্মধ্যে রামচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ। কবির বাসস্থান জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরস্থ হরিনাভি গ্রাম ; তাঁহার মাতামহের নাম দ্বিজ বিনোদরাম, তিনিও হরিনাভিতেই বাস করিতেন। বিনোদরামের কন্যার প্রথম পুত্র দ্বিজ রামচন্দ্র। মুখুটী উপাধি দ্বারা জানা যাইতেছে তিনি রাঢ়ীয়শ্রেণী-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিজ রামচন্দ্র কতকাল পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন তিনি তাঁহার কাব্যের মধ্যে উহা নির্দ্দেশ করেন নাই এবং প্রথমে অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানা যায় নাই ; তজ্জন্য আমরা কতিপয় অনুমানদ্বারা অনধিক ২০০ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই কবির আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু সংপ্রতি মেট্রপলিটান্-কলেজের অন্যতম সংস্কৃতাধ্যাপক হরিনাভিনিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে দ্বিজ রামচন্দ্র হরিনাভিতে জন্ম গ্রহণ করেন। অদ্যাপি তাঁহার অশীতিবর্ষবয়স্ক এক ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার পত্র পাঠে আরও জানা যায় যে রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য পূর্ব্বে যাত্রার ন্যায় গীত হইত। বস্তুতঃ তাঁহার কাব্যের প্রত্যেক ঘটনার পূর্ব্বে রাগ রাগিণী-যুক্ত এক একটী সংগীত লিপিবদ্ধ আছে। আর জয়ঘোষ নামে তাঁহার এক সম্পন্ন শিষ্য ছিলেন। তাঁহার গুরুর এই কাব্য গীত হইলে তিনি অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করিতেন। এমন

কি° তাঁহার গুরুর কাব্য যেখানে গীত হইত, সেখানকার তৈলাদির ব্যয় তিনিই নির্ব্বাহ করিতেন। এই জয়ঘোষের পৌত্র এখন বাখরগঞ্জ জেলার একজন জমিদার।

কাব্য। নিষধদেশের অধীশ্বর নল দুর্গামঙ্গল কাব্যের নায়ক, বিদর্ভরাজনন্দিনী দময়ন্তী ইহার নায়িকা। এই কাব্য আদিরসপ্রধান; প্রসঙ্গাধীন ইহাতে অন্যান্য রসের বর্ণনা আছে। মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানই ইহার মূল ইতিবৃত্ত। কবি কাব্যের প্রথমে ও শেষে কিছু স্বীয়কল্পনা যোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যপাঠে জানা যায়, তিনি সংস্কৃত-কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন; সুতরাং এই কাব্যের অনেকস্থলে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের অনুকরণ করিয়াছেন। যে যে স্থানে অবিকল নৈষধচরিতের ভাব অপহরণ করিয়াছেন * এই চিহ্ন দ্বারা মূলপদ্যের নিম্নে ২।৪টী স্থলে সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা গিয়াছে। কবির নলচরিত বর্ণন প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও তিনি দেশ কাল পাত্রের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই এবং কেহ পারেন ও না; সুতরাং সাময়িক সভ্যতা ও আচার ব্যবহারের অনুরোধে তিনি তদানীন্তন বাঙ্গালীসমাজের একটী নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং মধুর। আর তাঁহার কাব্যে বিবিধ প্রকার সুন্দর সুন্দর ছন্দঃ ও নানা প্রকার অলঙ্কারের নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তি অনুসারে তিনি ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত নীচে আসন পাইবার যোগ্য; কিন্তু তাঁহার কাব্যের প্রধান দোষ আদিরসের আধিক্য। ভারতচন্দ্রের ন্যায় তিনিও অনেক স্থল অরুচিকর আদিরসবর্ণনদ্বারা কলুষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আর বর্ণনাধিক্য এই কাব্যের অন্যতম দোষ, ইহা নৈষধচরিতের অনুকরণের ফল। এই কাব্যপাঠে জানা যায়, দ্বিজ রামচন্দ্র 'কঙ্কালীঅভিশাপ' নামক আর একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহা পাওয়া যায় নাই।

উপসংহারে নিবেদন, যথাসম্ভব আয়াসস্বীকার করিয়া এই কাব্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা গেল, এখন ইহা বাঙ্গালাসাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গের কথঞ্চিৎ আনন্দ উৎপাদনে সমর্থ হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

নবদ্বীপ
১৩০৫ সাল ১১ই আষাঢ়। } শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মা।

(কাব্য)।

শ্রীশ্রীদুর্গা।
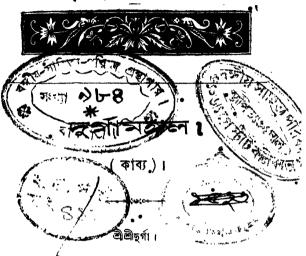
অথ বীরসেন রাজার শিব আরাধনা।

রাগিণী ভৈরবী।

ধুয়া—করুণাম্বুক্ত সঙ্কটে শম্ভু শিব।
ভবার্ণবে আছি মুগ্ধ, উদ্ধার জীব॥

(পয়ার)।

নৈষধনগরে রাজা বীরসেন নাম।
শান্ত দান্ত সুশীল সুধীর গুণধাম॥
সতত দুঃখিত নৃপ নাহিক সন্ততি।
প্রতিদিন পূজে আশুতোষ পশুপতি॥

সন্তুষ্ট হইয়া শিব দিল তারে বর।
হইবে সন্তান তব রাজ্যের ঈশ্বর ॥
বর দিয়া শূলপাণি সতত চিন্তিত।
কে যাবে অবনীমাঝে সর্ব্বগুণান্বিত ॥
দৈবযোগে একদিন শুন সমাচার।
জয়ৎসেন নামে যক্ষ কুবেরকুমার ॥
চন্দ্রমালা তাহার রমণী পতিব্রতা।
রূপে গুণে শীলে রামা সর্ব্বগুণান্বিতা ॥
ভার্য্যার সহিত যক্ষ চাপিয়া বিমান।
কৈলাশ-শিখরে ভ্রমে নানা স্থানে স্থান ॥
কুসুমে আকীর্ণ* তরু শিবের কানন।
সেই বনে জয়ৎসেন করিল গমন ॥
দলিত† ফলিত‡ শাখা অপরূপ শোভা।
মন্দ মন্দ বায়ু বয় ধায় মধুলোভা ॥
গন্ধবহ মন্দগতি ঝঙ্কারে ভ্রমর।
কুহুরবে কোকিল হানয়ে পঞ্চশর ॥
মল্লিকা মালতী জাতি ফুটে নানা ফুল।
কুবের কুমার চিত্ত কামেতে আকুল ॥
অধিকন্তু চন্দ্রমালা প্রিয়া তার সঙ্গে।
মদনে মাতিল দোঁহে মন মত্ত রঙ্গে ॥

* আকীর্ণ—ব্যাপ্ত।

† দলিত—দলযুক্ত। ‡ ফলিত—ফলযুক্ত।

হেনকালে মহেশ পার্ব্বতী দুইজনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে উপনীত সেই বনে ॥
হেরিয়া চরিত্র শিব দিল অভিশাপ।
কৈলাসের যোগ্য নহ কর তুমি পাপ ॥
অবনীমণ্ডল-মাঝে জন্ম দুই জন।
সমুখে দেখিয়া শিব পাইল চেতন ॥
অভিশপ্ত জয়ৎসেন কাঁদে অনিবার।
অল্প দোষে বহু দণ্ড করিলা শঙ্কর ॥
পতিত পাবনি! পাদপদ্মে দে মা! স্থান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান ॥

অথ জয়ৎসেনের অভিশাপ।

রাগিণী করুণা—তাল মধ্যমান।

ধুয়া—কৃপা কর হে দীনদয়াময় বিশ্বনাথ।

(ত্রিপদী)।

ভার্য্যার সহিত উঠে করি যোড় করপুটে
দুইজনে করয়ে রোদন।
নিজেতে বালক রীত নাহি জানি হিতাহিত,
অল্প দোষে কৈলা বিড়ম্বন।

চরণকমলে পড়ি দোঁহে যায় গড়াগড়ি,
কর্দ্দম হইল আঁখি জলে।
কুকর্ম্ম করিলে পুত্র জনক না ধরে সূত্র,*
পিতা হ'য়ে পাঠাও ভূতলে।
অভয়ার পদতলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে,
তুমি মাগো জগৎ-জননী।
পিতা যদি হন রুষ্ট জননী সতত তুষ্ট,
তবে কেন যাইব অবনি।
রোদন দেখিয়া তার দয়া উপজিল মার,
ওরে বাছা না হবে কাতর।
লহ জন্ম নরবেশে হবে কীর্ত্তি সর্ব্বদেশে,
পৃথিবীমণ্ডলে ক্ষিতিধর।
শুন চন্দ্রমালা সতি পাবে তুমি নিজপতি,
মোর ব্রত করিবে প্রকাশ।
মোর দয়া দোঁহে রবে রাজ্যের অধিপ হবে,
এই তোরে করিনু আশ্বাস।
উমার আশ্বাস পেয়ে দোঁহে তনু† তেয়াগিয়ে,
পৃথিবীতে করিল গমন।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় গৌরী-গুণ সুধাময়,
অভয়ার পদে রাখি মন।

* সূত্র—হেতু। † তনু—দেহ।

অথ নলের জন্ম।

(পয়ার)।

এখানে বীরের পত্নী সুস্নাতা সুবেশ।
পতি সঙ্গে মনোরঙ্গে মদনে আবেশ॥
সম্ভোগ করিল সুখে বীরনরপতি।
জন্মাইল জয়ৎসেন রাণী গর্ভবতী॥
দ্বিতীয় মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
তৃতীয় মাসের বেলা করে কাণাকাণি॥
চতুর্থ মাসের কালে অরুচি* বিষম।
অম্বলে কিঞ্চিৎ রুচি ভূতলে শয়ন॥
পঞ্চম মাসের গর্ভ সবারি প্রত্যক্ষ।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থূল হইল দুই বক্ষ॥
পঞ্চামৃত দিল রাজা নানা উপহার।
ষষ্ঠ মাসে সুন্দর হইল অঙ্গ তার॥
সপ্তমে কজ্জল আঁখি পয়োধরে† পড়ে।
অষ্টমে শরীর ভরে নাহি লড়ে চড়ে॥
নব মাসে নারীগণে সুখে দিলা সাধ।
ব্রাহ্মণবনিতাগণে করে আশীর্ব্বাদ॥

* অরুচি—ভোজনে অনিচ্ছা।
† পয়োধর—স্তন ও মেঘ, এখানে স্তন।

দশ মাস দশ দিন হইল সংপূর্ণ।
প্রসূতি-বেদনা* তার আসিয়া উত্তীর্ণ॥
প্রসব হইল যজ্ঞসেনী† সুসন্তান।
শুনিয়া নৃপতি দ্বিজে দিল বহু দান॥
কুলাচার নীত কর্ম্ম করিল সকল।
রাখিল তাহার নাম পুণ্যবান্ নল॥
দিনে দিনে রাজশিশু সর্ব্বগুণান্বিত।
হেরিয়া নৃপতি হন অতি হরষিত॥
ডাকিয়া আনিল প্রজা রাজার যতেক।
নিজ রাজ্যে নিজ পুত্রে কৈল অভিষেক॥
পত্নীর সহিত রাজা গেল বারাণসী।
কিছুদিন বিলম্বেতে প্রাপ্তি তার কাশী॥
যজ্ঞসেনী পতিব্রতা গেল সহমৃতা‡।
নরেন্দ্র ভূপতি নল শুনিল বারতা॥
ত্রয়োদশে শ্রাদ্ধ আদি করিল সকল।
নৈষধনগরে রাজা নরপতি নল॥
এখানে ভীমের পত্নী সুস্নাতা সুবেশ।
তার গর্ভে চন্দ্রমালা করিল প্রবেশ॥
প্রসব হইল কন্যা শরদের কান্তি।
নৃপতি রাখিল তার নাম দময়ন্তী॥

* প্রসূতি বেদনা—প্রসববেদনা। † যজ্ঞসেনী—বীরসেনের মহিষী।
‡ সহমৃতা—স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ।

দুই স্থানে দুজনার হইল জনম।
ক্রমে ক্রমে দুজনার যৌবন উদ্যম॥
অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস॥

(ত্রিপদী)।

বীরসেন-সুত নলে লোকে পুণ্যশ্লোক* বলে,
কিছু কহি তার বিবরণ।
কিবা শান্ত দান্ত ধীর হিমালয় তুল্য স্থির
ধর্ম্মপথে সদা-নিষ্ঠ মন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রিয়
মহেন্দ্র সমান ক্ষিতিপতি।
নাহিক পাপের লেশ রাজা পণ্ডিতের শেষ,
ইষ্ট পদে নিষ্ঠা তার মতি।
লোভ মোহ আদি ছয় সকলি তাহার জয়,
ষড়্ রসে নাহি কিছু স্বাদ।
দেব-কর্ম্মে সদা মতি আচার বিচারে অতি
সময়ে নাহিক সন্ধ্যা-বাদ।
বিচারে শাস্ত্রের গুরু দানে রাজা কল্পতরু,
যাগ যজ্ঞে তুল্য পুরন্দর।

* পুণ্যশ্লোক—পবিত্রকীর্ত্তি।

ক্ষিতিমধ্যে নল ভূপ অশ্বিনীকুমার রূপ,
রতিপতি রূপ দর্পহর*।
একদিন দৈবযোগে নিদ্রায় সুখের ভোগে,
স্বপনে দেখিল অপরূপ।
ভীমের নন্দিনী সঙ্গে বিহার পরম রঙ্গে,
উথলিল কামরস-কূপ।
পরম কৌতুকে সুখে দিয়া নিজ মুখ মুখে,
ভাসে সুখে নৃপতিনন্দন।
নিদ্রাভঙ্গ হেনকালে সচকিত মহীপালে,
রামচন্দ্র করিল রচন।

অথ নলের স্বপ্নে দময়ন্তী দর্শন।

বসন্ত রাগিণী।

ধূয়া—কিরূপ লাগিল অন্তরে।
আসিয়া অন্তর মাঝে যাইল অন্তরে।

(পয়ার)।

সচকিত নলরাজা জাগিয়া উঠিল।
এমন সুন্দরী রামা কোথায় যাইল॥
কোথা গেল কোথা গেল বলে নল জাগি।
নিরন্তর চিন্তিত ভূপতি তার লাগি॥

* রতিপতি রূপ দর্পহর—কন্দর্প অপেক্ষা সুন্দর।

কত দিনে কিরূপে দেখিব সেইরূপ।
ভাবিতে ভাবিতে ভূপ হইল বিরূপ ॥
হৃদয়-মাঝারে দময়ন্তী-রূপ রহে।
প্রকাশিতে নাহি পারে মনে মনে দহে ॥
দিবা অবসান-কালে অধিক বিকল।
চলিল কুসুমবনে নরপতি নল ॥
কুসুমে আকীর্ণ-তরু অপরূপ শোভা।
দলিত ফলিত শাখা ধায় মধুলোভা ॥
গন্ধবহ* বহে গন্ধ মন্দ মন্দ গতি।
অধিক নৃপতি-সুতে উপজিল রতি ॥
কুহুরবে কোকিল হানিছে কামবাণ।
কামের কুসুমঘাতে হইল অজ্ঞান ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল সরোবর-তীরে।
অপূর্ব্ব হংসের মালা খেলা করে নীরে ॥
লোহিত চরণ চঞ্চু সুবর্ণের পাখা।
সরোবরে করে খেলা নিরমল রাকা† ॥
হংস দেখি আনন্দিত নৃপ-সুত সুখে।
অল্পে অল্পে এক হংস ধরিল কৌতুকে ॥
হংসের শরীর স্পর্শে আপনার করে।
রাখিব তোমারে আমি সুবর্ণপিঞ্জরে ॥

* গন্ধবহ—বায়ু। † রাকা—পূর্ণিমা।

ঘৃত-অন্ন খাওয়াইব দিবস রজনী।
বিবাহ তোমাকে দিব ভাল হংসী আনি ॥
অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস ॥

অথ নলের সহিত হংসের কথা।

(পয়ার)।

রাজার বচনে হংস ভাবিছে বিষাদ।
অবনিমণ্ডলে আসি ঘটিল প্রমাদ ॥
মধুর বচনে কহে করিয়া মিনতি।
কি কারণে আমারে ধরিলা নরপতি ॥
আমার দুঃখের কথা নাহি দিতে ওর*।
পক্ষি জাতি বটি কিন্তু বহু পোষ্য মোর ॥
† জনক জননী জরা গতিশক্তি-হীন।
নবীনপ্রসূতা বধূ অতি অল্প দিন ॥
খুঁটে না খাইতে পারে যমক শাবকে।
আমার বিহনে সবে না বাঁচিবে শোকে ॥

* ওর—সীমা।

† মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা
নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।
গতিস্তয়োরেষ জনস্তমর্দ্দয়ন্
অহো বিধে ত্বাং করুণারুণদ্ধিন ॥
(নৈষধচরিত ১ম সর্গ)

এতেক বচন যদি বলিল মরাল।
ভাল মন্দ না বলিল নল মহীপাল॥
হংস ভাবে বুঝি মোর করিবে বিনাশ।
নতুবা বচন কেন না কৈল প্রকাশ॥
কাতরে কহিছে হংস শুন মহারাজ।
আমাকে ধরিলে তোমার কিবা হবে কায॥
দেখিয়া সুবর্ণ পক্ষ যদি বধ পাছে।
এ হেন সুবর্ণ তোমার কত পড়ে আছে॥
সশৈল কানন পৃথ্বী তব অধিকার।
লইতে আমার সোণা কিবা উপকার॥
শুনেছি তোমার নাম নল পুণ্যশ্লোক*।
কাতর শরণাগতে সতত পালক॥
সংপ্রতি শরণাগত আমি হে তোমার।
কৃতসাধ্য তোমার করিব উপকার।
বিদর্ভ নগরে ভীম কন্যা রূপবতী।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিংবা মদনের রতি॥
তার পুষ্পোদ্যানে মোর গতায়াত আছে।
তোমার রূপের কথা কব তার কাছে॥
কিঞ্চিৎ তাহার রূপ শুন নররায়।
শ্রীদুর্গামঙ্গল-গান রামচন্দ্র গায়॥

---

* পুণ্যশ্লোক—পুণ্যকীর্ত্তি।

অথ দময়ন্তীর রূপবর্ণনা।

তাল ঠেকা,—মূলতান রাগিণী।

ধুয়া—শুন হে নররায় সেরূপ মাধুরী।
মদনের মন হরে মুনির মানস করে চুরি॥

(ত্রিপদী)।

শুন শুন ওহে ভূপ কি কব তাহার রূপ
মদনে মদন মোহ যায়।
হেরিয়া তাহার অঙ্গ যোগিগণের যোগভঙ্গ
রসানে মার্জ্জিত হেমময়।
মুখ শরদের শশী পীযূষ নিঃসরে রাশি
যদি হাঁসি সুমধুর কয়।
অপাঙ্গে কামের বাণে ঈষদ্ কটাক্ষে হানে
অমনি অবশ চিত্ত রয়।
ভূরু মদনের চাক কপাল সরের পাক
কটাক্ষে পুরুষ মৃগবধে।
কবরী* সুন্দর চুলে, অধিক চম্পকফুলে
সৌদামিনী† নবীন নীরদে।
দশন মুকুতা পাঁতি অধর অরুণ ভাতি
নাসিকা জিনিয়া তিলফুল।

* কবরী—খোপা। † সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।

আজানুলম্বিত ভুজ প্রস্ফুটিত করাম্বুজ
মৃণাল সহিত সুশোভন।
কিবা দুই কক্ষে ভালে ত্রিবলি সোপানজালে
কামের হইবে আরোহণ।
নিবিড় নিতম্ব ধাম যেন উপধানে কাম
বিশ্রামের স্থান সেই দেশ।
আর কিবা ক্ষীণমাঝে কেশরী* বিষাদ লাজে
বনমাঝে করিল প্রবেশ।
জঘন সুন্দর কিংবা হেরিয়া তাহার বিভা
ধূলায় ধূসর করিবরণ† ।
গজেন্দ্র গমনে গতি মকরন্দ‡ পানে অতি
নিরন্তর ভ্রমিছে ভ্রমর।
জিনি জবা পুষ্পদল চরণ যুগল তল
অঙ্গুলি যেন চম্পক কলি।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় গৌরীগুণ সুধাময়
দুর্গা পদে থাক মন অলি।

---

* কেশরী—সিংহ। † করিবর—হস্তিরাজ।

‡ মকরন্দ—মধু।

অথ নলের হংস ত্যাগ।

ধূয়া—কি কহিলি হংসরাজ বল্ দেখি ফিরে।
যেরূপ সতত জাগে হৃদয় মন্দিরে॥

(পয়ার)।

এতেক নলের হৃদে জাগে প্রিয়তমা।
সেরূপ কহিল হংস রূপ নিরুপমা॥
স্বপন সকল সত্য হংসের বচনে।
সফল কিরূপে হবে ভাবে ভূপ মনে॥
বিষম ব্যাকুল নল বিষম ব্যাকুল।
তুমি কি ভীমের কন্যা জান কি আমূল॥
সেরূপ সতত আমি হৃদি মাঝে গণি।
তাহাকে কিরূপে পাব বল দেখি শুনি॥
আমার কিঞ্চিৎ কথা তারে যদি বল।
চিরদিন জন্মেতে তোমার হব নল॥
হংস কহে ভাবিতে না হবে নরপতি।
মিলাইয়া দিব তোমায় সেই রসবতী॥
করিলাম সত্য আমি তোমার নিকটে।
পাইব অশেষ চেষ্টা যাহা মোর ঘটে॥
সত্য সত্য তিনবার কৈল রাজহংস।
তখন ত্যজিল তারে নল ধর্ম্ম-অংশ॥

আকাশ বিমানে হংস করিল গমন।
পরে দময়ন্তী-কথা করহ শ্রবণ॥
অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস॥

দময়ন্তীর কাননে প্রবেশ।

চৌতাল,—রাগিণী বাগেশ্বরী।

ধুয়া—কে লো নিতম্বিনি! কুসুম কাননে,
বুঝি বিধাতার সীমা তোমার যৌবনে।
মনোহর মুখ ছাঁদে মৃগাঙ্ক পাইল চাঁদে,
পুরুষ পড়িয়ে কাঁদে হেরিলে নয়নে॥

(ত্রিপদী)।

একদিন সখী সঙ্গে দময়ন্তী মনোরঙ্গে
পুষ্পবনে করিল প্রবেশ।
স্তবকে স্তবকে ফুল ভ্রমে গন্ধে অলিকুল*
গন্ধবহ গমন বিশেষ।
পাতিয়া অঞ্চল পাতি তুলে পুষ্প নানা জাতি
কেহ দিল খোপায় চম্পক।
বকুল কুসুমে মালা গাঁথে হার কোন বালা
কোন সখী তুলিল অশোক।

* অলিকুল—ভ্রমর সকল।

কোন সখী গিয়া তুলে মল্লিকা মালতী ফুলে
হার গাঁথি পরিল গলায়।
কোন সখী হার নিল দময়ন্তী গলে দিল
কোন সখী সখীর সাজায়।
বদ্ধ ছিল হংস সত্যে হেনকালে গেল মর্ত্ত্যে
উপনীত দময়ন্তী-কাছে।
হংস হেরি রাজকন্যা সঙ্গে কেহ নাহি অন্যা
ধরিতে ধাইল পাছে পাছে।
ক্ষণেক নিকটে পায় ধরে ধরে ধরা যায়
ক্ষণে হংস করে দূরগতি।
শ্রমযুক্তা রাজ-সুতা মলিন বদন যুতা
দাঁড়াইল নাহিক শকতি।
কিছু দূর হংস থাকি সম্বোধন ক'রে ডাকি
শুন রাজপুত্রি! রূপবতী।
কিবা তোর রূপছটা যেন তড়িতের ঘটা
সকল বিফল বিনা পতি।
নির্জ্জনে নির্ম্মল রূপ দিয়া কত সুধাকূপ*
বুঝি বিধি বসিয়া বিরলে;
তোমার রূপের তুল্য অন্য কেহ নহে মূল্য
নাহি দেখি বিনা সেই নলে।

* সুধাকূপ—অমৃত রস।

দেখিয়া এসেছি সেই আর দেখিলাম এই
যদি বিধি মিলায় দুজনে।
নতুবা সাগরে রত্ন কে করে তাহার যত্ন
দুর্লভ হইবে ভোগ্য জনে।
যদি পতি মিলে নল এরূপ যৌবন ফল
সফল হইবে তবে তোর।
দ্বিজ রামচন্দ্রে কয় গৌরী গুণ সুধাময়
অভয়াচরণে চিত্ত ভোর।

অথ দময়ন্তীর সহিত হংসের কথা।

তাল মধ্যমান,—ললিত রাগিণী।

ধূয়া—কি শুনালে ওহে বিহঙ্গম।
লাগিল হৃদয়ে মোর মরমে মরম॥

(পয়ার)।

এতেক বচন যদি মরাল কহিল।
চমৃকিত চিত্ত তার প্রফুল্ল হইল॥
প্রকাশিল নলরূপ হৃদয়ের মাঝে।
মিনতি করিয়া কন্যা কহে হংসরাজে॥
কি বলিলে রাজহংস ফিরে বল বল।
সে রূপ শুনিয়া তনু হইল চঞ্চল॥

কিবা রূপ কিবা গুণ কেমন সে জন।
তার নামে তার কাছে গেল মোর মন॥
অকস্মাৎ আমারে কহিল তাঁর কথা।
অনুমানে বুঝি গতি বিতিয়াছে তথা*॥
আমার স্বপক্ষ হও ধরি তব পায়।
তাঁর কথা মোরে কৈল কবে কিছু তায়॥
তোমারে করিয়া সাক্ষী করিলাম পণ।
সঁপিলাম তাঁর কাছে যৌবন জীবন॥
সেই নরপতি পতি যদি পাই স্থির।
নাহি যদি মিলে মোরে ত্যজিব শরীর॥
আপনি দেবেন্দ্ররাজ মোর কাছে আইসে।
করিলাম সত্য নাহি যাব তার পাশে॥
সময় বিশেষে কবে মনোযোগ রয়।
অসময়ে কহিলে বিফল পাছে হয়†॥
যদি মুখ তিক্ত থাকে নাহি থাকে ক্ষুধা।
সকল বিরস লাগে যদি খায় সুধা॥

* বোধ হয় বিধাতা তাঁহারই সহিত আমার বিবাহ হইবে এইরূপ ললাটে লিখিয়াছেন।

† বিজ্ঞেন বিজ্ঞাপ্যমিদং নরেন্দ্রে
তস্মাত্ত্বয়াস্মিন্ সময়ং সমীক্ষ্য।
আত্যন্তিকাসিদ্ধিবিলম্বিসিদ্ধ্যোঃ
কার্য্যস্য কার্য্যস্য শুভা বিভাতি॥
(নৈষধ চরিত ৩য় সর্গ)

ক্রোধের* সময় কিংবা অন্য মনে থাকে ।
হেনকালে মোর কথা না কহিবে তাঁকে* ॥
স্বকার্য্য হইল হংস কহে অতঃপর ।
পূর্ণ হবে অভিলাষ পাবে তাঁরে বর ॥
চলিলাম তার কাছে তোমার কারণ ।
অতি শীঘ্র পতি পাবে শুনহ বচন ॥
এতেক বলিয়া হংস গমন করিল ।
সঙ্গে সহচরী রামা নিবাসে আইল ॥
পুষ্পে কিবা কায দিনমণি অস্ত যান ।
নল বিনা জল হইল অনল সমান ॥
প্রবল কেবল প্রেমানল হৃদে হইল ।
সখী সহ কালক্ষেপ রামচন্দ্র কৈল ॥

---

* † তন্না নিধেয়া নগিরো মদর্থাঃ
ক্রুধা কদুষ্ণে হৃদি নৈষধস্য ।
পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি
তিক্তায়তে হংস কুলাবতংস ॥
(নৈষধ চরিত ৩য় সর্গ)

অথ কাত্যায়নী-উপাসনা।

ধুয়া—দয়া কর দীনে দয়াময়ি।
তোমার ইঙ্গিতে হয় ত্রিভুবনজয়ী॥

(পয়ার)।

দিবা নিশি ভাবে রামা কিরূপেতে পাব।
মনের বেদনা মোর কারে বা জানাব॥
সকলের অন্তরযামিনী কাত্যায়নী।
করিলে তাঁহার পূজা পাব গুণমণি॥
মা বিনা কন্যার দুঃখ কেবা জানে বল।
দুর্গা দুর্গা বলে ডাকি পাব আমি নল॥
দুর্গমে নিস্তার হেতু আছে দুর্গা নাম।
দুর্গানামে সিদ্ধ হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম॥
একান্তে দিনান্তে যদি দুর্গা বলে মুখে।
শমন দমন থাকে স্বর্গে যায় সুখে॥
বিষম ভবার্ণবে দুর্গা নাম তরি।
অনায়াসে হয় পার রসনায় ধরি*॥
দুর্গানাম জপ করি শিব সুখে মত্ত।
বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব আর ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব॥
বিধির সৃজন দুর্গানাম ভর করি।
যতেক নামের গুণ কি কহিতে পারি॥

* জিহ্বায় উচ্চারণ করিয়া।

গোকুলে গোপের ঘরে করি আরাধনা।
পাইল মাধবে* তারা পূরিল কামনা॥
এত ভাবি চণ্ডীর চরণ করে ধ্যান।
দিবস রজনী চিত্তে জানি তত্ত্বজ্ঞান॥
কুসুম চন্দন দূর্ব্বা তুলিয়া যতনে।
ভক্তিভাবে পূজা করে মায়ের চরণে॥
এইরূপে তিন মাস পূজিল অভয়া।
করুণাময়ীর কিছু উপজিল দয়া॥
দৈববাণী কৈলা দেবী গগনমণ্ডলে।
শুন বাছা রাজপুত্রি! পতি পাবে নলে॥
দৈবের বচন শুনি আনন্দিত রামা।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় হৃদে ভাবি শ্যামা॥

অথ দময়ন্তীর বিবাহ।

বেহাগ রাগিণী।

ধূয়া—কেন গো সখি আজি আমার আকুল হৃদয়।
কহিতে না পারি লাজে মনে মনে রয়॥
অঙ্গ-হীন অঙ্গ দহে মন যে আমার নহে।
অধর হইল অঙ্গ ধরা নাহি যায়॥

* মাধবে—কৃষ্ণকে।

চতুষ্পদী।

শুনে হংস মুখে নল লাগি বুকে।
দহে কাম দুখে রাজকুমারী ॥
সেরূপ শুনিয়া রহিল জাগিয়া।
তাহার লাগিয়া হৃদে গুমরী ॥
বিরূপ বিকল সতত চঞ্চল।
কোথা পাব নল না দেখি উপায় ॥
যদি হয় কান্ত তবে মন শান্ত।
নতুবা কৃতান্ত ঘরে প্রাণ যায় ॥
শয়নে স্বপনে নল ভাবে মনে।
পাইব কেমনে বিষম জ্বালা ॥
স্থিরতর নহে কামানলে দহে।
নল নল কহে জপের মালা ॥
লাগিল কি ভাব কিসে তায় পাব।
হবে নল লাভ জুড়াবে হৃদয় ॥
সখী-মাঝে থাকে নল বলি ডাকে।
কবে পাব তাঁকে সেই রসময় ॥
কতদিনে বিধি দিবে কাম নিধি।
স্থির হবে হৃদি হেরি রস-কূপ ॥
সহচরীগণে কহে তার সনে।
হেন হলি কেনে বিষম বিরূপ ॥

লাজে রাজসুতা অধোমুখ-যুতা।
কি কহিবে কথা অন্তর দহে॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে রামচন্দ্রে।
পদ-অরবিন্দে মানস রহে॥

অথ বসন্ত বর্ণন।

বসন্ত রাগিণী।

ধুয়া—আইল বসন্ত ঋতু সহায় মদন।
মন্দ মন্দ গন্ধবহে সতত গমন॥
কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জে অলি স্তবকে স্তবকে কলি।
মুঞ্জরিল কুসুম কানন।

(পয়ার)।

হইলে কামের বশ ঘটিবে জঞ্জাল।
ক্রমে ক্রমে উপনীত বসন্তের কাল॥
বিষম ব্যাকুল চিত্ত স্থির নাহি মানে।
অধিক চঞ্চলা বালা দিবা অবসানে॥
সত্যবতী রত্নমালা আর রত্নাবতী।
জয়াবতী এই চারি সঙ্গে কুলবতী॥
কুসুম-কানন মাঝে করিল প্রবেশ।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে মদনে আবেশ॥

মল্লিকা মালতী যাতি যূতি জবা ফুটে।
বিরহী জনার মন কাম শরে টুটে॥
ফলিত দলিত শাখা কিবা সুশোভন।
মন্দগতি গন্ধবহ বহে সমীরণ* ॥
কেতকী-কুসুমে কহে তুমি হে নিষ্ঠুর।
নাহিক তোমার মধু গন্ধ বহু দূর॥
কণ্টকে আকীর্ণ তুমি কামের করাত।
বিরহী জনার হৃদে করিবে আঘাত॥
চম্পককলিকা বুঝি মদনের শূল।
বধিবে কামিনী নারী বুঝেছি আমূল॥
রসাল-কুসুমে কাম কৈল এই স্থির।
বুঝি এই মদনের সম্মোহন তীর॥
অশোক-কুসুম হেরি দগ্ধ করে কায়।
কি গুণে অশোক নাম রাখিল তোমায়॥
পলাশ† তোমার নাম সেহ বটে সত্য।
খাইবা আমার মাংস বুঝিলাম তথ্য॥
কাম বাণে জর্ জর্ হইল কামিনী।
রামচন্দ্রে কৃপা কর শিব-সিমন্তিনি॥

* সমীরণ—বায়ু।

† পলাশ—স্বনাম প্রসিদ্ধ পুষ্প। এখানে পল মাংস অশন ভোজন করে যে অর্থাৎ মাংসলোলুপ।

ধুয়া—গুঞ্জনা'ণ নিকুঞ্জে মোর শুন হে ভ্রমর।

(লঘুত্রিপদী)

ভ্রমর ভ্রমরী গুন্ গুন্ করি
পুষ্প মধু করে পান।
ক্ষণে মধুরসে ক্ষণে ফুলে বসে
ক্ষণে ক্ষণে করে গান।
ক্ষণে ঝাঁক ধরে ক্ষণেক গুঞ্জরে
ক্ষণেক বিহার করে।
হেরে রাজবালা মদন-বিহ্বলা
জর জর কামশরে।
কামে তনু ক্ষীণ আমি প্রিয়হীন
যন্ত্রণা দিওনা আর।
ও কাল ভুজঙ্গ দহিলে এ অঙ্গ
নাহি তব উপকার।
শুন হে ষট্‌পদ* কেন নারী বধ
কামের দোহাই তারে।
কোকিলের রবে বাড়ে মনোভবে†
ধৈরয নাহিক ধরে।
ধিক্ তোর শরে বধ কর মোরে
কামিনী পাইয়া একা।

* ষট্‌পদ—ভ্রমর।
† মনোভব—কন্দর্প—এখানে সম্ভোগ-স্পৃহা।

রূপ তোর কাল কারো নহ ভাল
শমনের বুঝি সখা।
শুন পিকবর দগ্ধ কলেবর
তাহে ঘৃত কর দান।
বাড়াইয়া কাম* না হবে সুনাম
দুর্নাম বধিলে প্রাণ।
ধরি তোর পায় ক্ষম হে আমায়
জানি তোর ভাল রব।
যদি থাকে শক্তি শুন মোর যুক্তি
নলে কর কামোদ্ভব।
শুনি তোর স্বর জ্বলিবে অন্তর
যদি দেখা পাও তারে।
রামচন্দ্র গায় অভয়ার পায়
কৃপা কর মা আমারে।

ধূয়া—একি গো স্বজনি ! মোর বিষম যন্ত্রণা।
মনেতে জন্মিয়া দিল মনের বেদনা॥

(ত্রিপদী)।

শুন শুন ধ্বংসকায় † ধরি হে তোমার পায়
অবলা সরলা কুলবালা।

* কাম—কামনা।
† ধ্বংসকায়—অনঙ্গ—কন্দর্প।

ক্ষমা কর ঋতুরাজ কি হবে তোমার কায
ক্ষীণ জনে দিলে এত জ্বালা।
তোমার শরণাগত করিলে তাহার হত
না বলিবে ভাল ব্যবহার।
একে আমি প্রিয়হীন কামে দগ্ধ নিশিদিন
ওষ্ঠাগত জীবন আমার।
মৃতদেহে মারি খাঁড়া পৌরুষ নাহিক বাড়া
কিবা তব কঠিন হৃদয়।
কামিনী পাইয়া একা হইয়া সুমান সখা
নারী বধে নাহি কর ভয়।
ধিক্ হে তোমার বাণে অবলারে বধ প্রাণে
ধিক্ থাকুক তোমার পৌরুষে।
যতেক তোমারি গর্ব্ব পুরুষের কাছে খর্ব্ব
মনে বুঝি আছে কৃত্তিবাসে*।
কেমন পৌরুষ আছে যাইয়া নলের পাশে
বাণের আঘাত কর তারে।
বাঁধিবে কামের পাশে আমার নিকটে আসে
দুইজনে পূজিব তোমারে।
কামে তনু জর জর ধরিয়া সখীর কর
নিজ গৃহে করিল গমন।

* কৃত্তিবাস—মহাদেব।

দ্বিজ রামচন্দ্র কয় গৌরী-গুণ সুধাময়
অভয়ার বন্দিয়া চরণ ॥

তাল খয়রা পাতি,—ললিত রাগিণী ।

ধুয়া—কেন গো স্বজনি ! আমার অকারণে বিড়ম্বনা ।
না হ'তে প্রেমের উদয় হলো বিচ্ছেদ-যাতনা ॥
অন্তের গো রসরঙ্গে সুখাদির অঙ্গ সঙ্গে ।
যদি পীরিতি ভঙ্গে তবে তো যাতনা ॥
না হলেম নাথের বশ না জানিলাম প্রেমরস ।
কেন চঞ্চল মানস কি করি বল না ॥

(পয়ার) ।

সতত ভাবনা কবে হবে নল লাভ ।
সহচরীগণে দেখে বিষম স্বভাব ॥
সখীগণে জিজ্ঞাসিলে মাথা হেট লাজে ।
বুঝা গেল তোর মন আজি কাযে কাযে ॥
রাণীর নিকটে গিয়া কহে সখীগণে ।
কেমন তোমার রীতি নাহি ভাব মনে ॥
বয়স্থা হইল কন্যা না দিলে বিবাহ ।
কেমন মায়ের প্রাণ কিছু নাহি স্নেহ ॥
শান্তা ধীরা দময়ন্তী লাজে নাহি বলে ।
মনের আগুনে তনু রাঙ্গ হয়ে গলে ॥

ভেবে ভেবে কামের আগুন মনে জ্বালি।
সোণার বরণ রূপ হইয়াছে কালী॥
দেখ দেখি রাজরাণি! আপনার মনে।
এ বয়সে তবু নাহি ছাড় রাজাসনে॥
যদি নরপতি না আইসে তোমা পাশে।
যেরূপ করিয়া নিশি বঞ্চ তুমি বাসে॥
ভাল মন্দ জান যত আপনার বেলা।
কি দোষ সখীর প্রতি করিয়াছ হেলা॥
রাণী কহে আর মোরে কিছু গো বলো না।
রামচন্দ্র করে দুর্গা চরণ-ভাবনা॥

অথ রাণীর সহিত রাজার কথা।

ধূয়া—শুন হে নরপতি বয়স্থা তোমার কন্যা হইল সংপ্রতি।

(ত্রিপদী)।

শুনিয়া সখীর বাণী সলজ্জিতা রাজরাণী
নিশি যোগে বলিছে রাজারে।
শুন শুন ক্ষিতিনাথ, কেমনে উদরে ভাত
দেহ তুমি না ভাব অন্তরে।
করিলে কি রাজকর্ম্ম নাহি দেখ গৃহ ধর্ম্ম
দময়ন্তীর যৌবন উদয়।

তুমি মান্য ক্ষিতিপরে যুবতী সন্ততি ঘরে
কি জানি কখন কিবা হয়।
অষ্টমে করিলে দান পিতৃলোকে পায় স্থান
গৌরী প্রদানের পায় ফল।
নবমে রোহিণী কন্যা দান কৈলে হয় ধন্যা
অন্তকালে বিষ্ণুপদে স্থল।
দশমে সামান্য ফল পিতৃলোকে পায় জল
একাদশে হয় রজস্বলা।
দ্বাদশে কামিনী হয় পুরুষে না করে ভয়
যুবতী যৌবনে কুলবালা।
আরো বা কন্যাকে রাখ কেমনে নিশ্চিন্ত থাক
ইহলোকে পরলোকে দোষ।
দময়ন্তী ধীরা শান্তা না হইল কার কান্তা
মনে মনে করে কত রোষ।
রাজা কহে শুন প্রিয়ে নিত্য নিত্য ভাবি হিয়ে
নাহি বর মিলে কন্যা তুল্য।
কি হবে হইলে আর্ত্তা * নানা দেশে দিব বার্ত্তা
কন্যা মোর দিবে বরমাল্য।
রূপে গুণে শীলে ধন্যা স্বয়ম্বরা হবে কন্যা
এই করিয়াছি আমি পণ।

* আর্ত্তা—ব্যাকুলা।

আমি কি ভাবিলে তার মিছা কর তিরস্কার
তুমি কি বুঝাবে অকারণ।
গরিটিসমাজ ধাম গোপাল মুখুটী নাম
তার পুত্র দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ ভাবি পাদপদ্ম-শ্রেষ্ঠ
গৌরীগুণ করিল রচন।

অথ স্বয়ম্বরের উদ্‌যোগ।

(পয়ার)।

জানিয়া বয়ঃস্থা কন্যা ভীম নরপতি।
কাহাকে বিবাহ দিবে নাহি লয় মতি॥
স্বয়ম্বরা হবে কন্যা স্থির করি মনে।
নিমন্ত্রণ পাঠাইল বর অন্বেষণে॥
সম্বর সৌরাষ্ট্র আদি করিল প্রবন্ধ।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সিংহল সেতুবন্ধ॥
কাশী কাঞ্চী কাঞ্চননগর কামাখ্যায়।
মগধ মাগধ মল্লদেশ মথুরায়॥
কেকয় কোশল কুরুক্ষেত্র একাম্বর।
হেরম্ব হরিদ্বার হস্তিনানগর॥
গোকুল গান্ধার জঙ্গ মতঙ্গ চট্টল।
অযোধ্যা অম্বিকা অম্বা অবন্তি উৎকল॥

দ্রবিড় দ্রাবিড় গৌড় বাড় মিথিলায়।
নন্দীগ্রাম নৈষধ নৈমিষ দেশে যায়॥
নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে যত রাজগণ।
বিদর্ভ নগরে সবে করিল গমন॥
দময়ন্তী জন্যে নল সতত চিন্তিত।
হেনকালে স্বয়ম্বর পত্র উপস্থিত॥
অভয়ার পাদপদ্ম মধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস॥

অথ নলের বিদর্ভে গমন।

ধূয়া—কি শুভ দিনে সমাচার।
যেরূপ হৃদয়ে ভাবি তাহার আকার॥

(পয়ার)।

উথলিল সুখের সাগর নল ভাবে।
কেমনে যাইব আমি দময়ন্তী পাশে॥
মাসেকের পথ প্রায় বিদর্ভ নগর।
ত্বরিতে কেমনে পাব সুখের সাগর॥
এতেক কহিয়া পুণ্যশ্লোক নলরাজা।
আরম্ভ করিল পরে অভয়ার পূজা॥
একান্ত করিয়া ভক্তি ভাবে গদ গদ।
পূজা কৈল নলরাজা অভয়ার পদ॥

প্রতিমা-সমীপে রাজা দিল পত্রাবলী।
তাহাতে পাইল মন্ত্র অতি কুতূহলী॥
কি কব নলের ভাগ্য নাহি দিতে সীমা।
হইল মনের গতি মন্ত্রের মহিমা॥
ইহার মধ্যেতে মন্ত্র অভ্যাস করিয়া।
এক মাসের পথ যাবে ছয় দণ্ডে লইয়া॥
সিদ্ধিমন্ত্র নল পেয়ে হৈল হৃষ্টমতি।
চলিল পরম রঙ্গে মানসের গতি॥
ভক্তিভাবে ভূমিপতি করিল অভ্যাস।
তুরঙ্গ* চাপিয়া চলে বিদর্ভ-নিবাস॥
শব শিবা পূর্ণ কুম্ভ দেখে বামভাগে।
আহিরিণী দধি লয়ে যায় আগে আগে॥
শুক্ল ধান্য পুষ্প ঘৃত কুলের কামিনী।
বেদ বিধি ব্রাহ্মণে করয়ে বেদধ্বনি॥
হেরি সুমঙ্গল নৃপ হরিষ অন্তরে।
ছয় দণ্ডে উত্তরিল বিদর্ভ নগরে॥
বিশ্রাম করয়ে বসি সরোবর কূলে।
সুশীতল বায়ু বহে বকুলের মূলে॥
পতিত পাবনি! পাদপদ্মে দে মা স্থান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান॥

---

* তুরঙ্গ—অশ্ব।

অথ সখীদিগের নল দর্শন।

ধুয়া—কি অপরূপ সখি! বসিয়ে গো ঐ।
হেরিয়ে উহার রূপ মনহারা হই॥

(ত্রিপদী)।

ভীমসুতা সহচরী নগর ভ্রমণ করি
দেখে আইল কে কেমন ভূপ।
যত রাজপুত্র আছে চলিল সবার কাছে
দময়ন্তী তুল্য নহে রূপ।
যেখানে নরেন্দ্র নল উপনীত সেই স্থল
দেখে গিয়া সহচরীগণে।
হেরিয়া তাহার রূপ উথলিল কামকূপ
এক চিত্তে চাহে তার পানে।
লাগিল কামের পাশ অঙ্গে নাহি থাকে বাস
ধৈরয না মানে কার মন।
কি কব অধিক আর ঘরে ফিরে যাওয়া ভার
মন নলে করিল অর্পণ।
নাহি চিত্ত রহে ধড়ে কাঁচলী খসিয়া পড়ে
মনে মনে করে বিবেচনা।
যদি হয় ওর অঙ্গ সার্থক সুন্দর অঙ্গ
তবে সাধি মনের কামনা।

কিরূপে যাইব ঘরে পরাণ কেমন করে
গৃহে গিয়া দেখিব কি ছার।
নলে হেরি সখীগণে উচাটন সদা মনে
ভৈমীকে * কহিছে সমাচার।
জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ মেদনমল্লানুরাগ—
তার মধ্যে হরিনাভি ধাম।
তাহে কবি নিজবাসে শ্রীদুর্গামঙ্গল ভাষে
দ্বিজকুলে রামচন্দ্র নাম।

ধূয়া—কি হেরিলাম ও সখি! আমরি আমরি।
অবশ হৈল অঙ্গ ধৈরয না ধরি॥
(ভগ্ন চতুষ্পদী)

যত সখীগণে দময়ন্তী সনে
কহিতে লাগিলা নলের রূপ।
শুন লো স্বজনি! ও রাজনন্দিনি
দেখিয়া এসেছি রসের কূপ।
সরোবর কূলে বকুলের মূলে
কি কহিব রূপ কহিতে নারি।
কার কামছাঁদ পাতি রাখে ফাঁদ
ধরিতে এসেছে কুরঙ্গ† নারী।

* ভৈমী—ভীম নৃপনন্দিনী দময়ন্তী।
† কুরঙ্গ—মৃগ এখানে মায়ামৃগের ন্যায় মনোহরণকারী।

কামিনী পতঙ্গ কামানলে অঙ্গ
পাবক* বুঝিয়া পড়িতে ধায়।
সেরূপ মাধুরী মন কৈল চুরি
আসিয়াছে ফিরে কেবল কায়।
কুলে দিয়া ছাই যদি তারে পাই
হৃদয়-মন্দিরে বাঁধিয়া রাখি।
কিবা মুখশশী সদা কাছে বসি
দেখি যদি হয় শতেক আঁখি।
মানসের আশে বাঁধি ভুজ পাশে
হৃদয় মন্দিরে রাখি সে শুক।
যদি করে বাসা তবে পূরে আশা
সুখে থাকি দিয়ে মুখেতে মুখ।
সেই নরেশ্বর তোরি হলে বর
দাসী হয়ে তোর সেবিব তারে।
রাজসুতা শুনে আনন্দিত মনে
নল বুঝি বিধি দিল আমারে।
হবে কি প্রভাত পাব প্রাণনাথ
বিধি বুঝি মোরে হইল সদয়।
তুষ্টা রূপবতী, কোথা মা পার্ব্বতী
দিলে বুঝি পতি নল গুণময়।

* পাবক—অগ্নি।

হরিনাভি ধাম দ্বিজ বিনোদরাম
তাহার তনয়া-প্রথম-সুত।
চতুষ্পদীচ্ছন্দে দ্বিজ রামচন্দ্রে
রচিল পাঁচালী বিনয়যুত।

দেবতার সহিত নলের কথা।

(পয়ার)।

সখী সঙ্গে দময়ন্তী ভাবে এইরূপ।
বকুলের মূলে বসি যথা নল ভূপ॥
বাসব বরুণ বহ্নি যম চারিজন।
বিদর্ভনগরে হর্ষে করেন গমন॥
পরম রূপসী দময়ন্তী স্বয়ম্বরা*।
সবে মনে মনে পাব গতি অতিত্বরা॥
নলের নিকটে আসি হৈল উপনীত।
হেরিয়া নলের রূপ দেবতা ভাবিত॥
এ যদি সভায় যায় এরি দারা হবে।
অকারণে ক্ষিতি-মাঝে কেন যাই সবে॥
কোন্ নারী না ভুলিবে এ হেন রূপেতে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ লাগিল ভাবিতে॥

* স্বয়ম্বরা—যিনি স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক বরমাল্য দান করেন।

চারিজনে পরামর্শ অনেক করিল।
নলের নিকটে আসি দরশন দিল॥
তটস্থ * হইল নল দেবতা দেখিয়া।
প্রণাম করিল পদে ক্ষিতি লোটাইয়া॥
জিজ্ঞাসা করিল পরে নল পুণ্যবান্।
কোথা প্রভু সবাকার হয়েছে প্রয়াণ॥
কহিতে লাগিল ইন্দ্র শুনহ রাজন্।
সংপ্রতি তোমার কাছে আছে প্রয়োজন॥
ভীমসুতা দময়ন্তী পরম সুন্দরী।
পাইব সে কন্যা মনে অভিলাষ করি॥
পরম সুন্দর তুমি তাহে পুণ্যবান্।
তোমারে দেখিলে কন্যা দিবে মাল্য দান॥
এক কর্ম্ম কর যদি বীরসেন-সুত!
আমা সবাকার তুমি হয়ে যাও দূত॥
কহিবা বৃত্তান্ত গিয়ে দময়ন্তী-পাশে।
দেবগণ আসিয়াছে তব অভিলাষে॥
ইন্দ্র অগ্নি যম আর জল-অধিপতি †।
কারে বরমাল্য দিয়ে করিবেক পতি॥
এই কথা কহ গিয়া যদি পুণ্যশ্লোক!
তবে ত তোমার কীর্ত্তি যাবে স্বর্গলোক॥

* তটস্থ—বিস্মিত। † জলাধিপতি—বরুণ।

নলরাজা কহে শুনি দেবের বচন।
কহিবারে পারি কিন্তু অসাধ্য সাধন॥
দ্বার রক্ষা করে শত শত দ্বারপালে।
কেমনে যাইব আমি ভিতর মহলে॥
ইন্দ্র বলে তুমি যদি অঙ্গীকার কর।
তাহার উপায় বলি শুন গুণাকর।
অভ্যাস করিয়া মন্ত্র যার কাছে যাবে।
অন্যের অদৃশ্য হবে সেই দেখা পাবে॥
অঙ্গীকার কৈল নল ইন্দ্র মন্ত্র দিল।
অগ্নি তবে এক মন্ত্র শেষে সমর্পিল॥
বিনা অগ্নি ইন্ধনে * রন্ধন কর সুখে।
জলাধিপ মন্ত্র দিল পরম কৌতুকে॥
এই মন্ত্রে যেখানে সেখানে পাবে জল।
শুন শুন তিন মন্ত্রে এই তিন ফল॥
ধর্ম্ম শেষে এক মন্ত্র করিল অর্পণ।
ক্ষণেক মাত্রেতে কত করিবে রন্ধন॥
অভ্যাস করিলা মন্ত্র নল নরপতি।
চলিলা নরেন্দ্র নল যথা রূপবতী॥
অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।
রচিলা শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস॥

* ইন্ধন—কাষ্ঠ।

দময়ন্তীর নিকটে নলের গমন।

(পয়ার)।

উপনীত হইল গিয়া গড়ের দুয়ার।
মাতঙ্গ* তুরঙ্গ বাঁধা হাজার হাজার॥
সেপাই সঙ্গীন চড়া পাহারা ফটকে।
কাওয়াজ আওয়াজ ঘন ধড়কে ধড়কে॥
কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী † ফরাস‡।
দেখে কাঁপে কায় যায় জীবনের আশ॥
ঘন ঘন গোলা ছোটে চোটে ফাটে মাটী।
ক্ষণেকে ক্ষণেকে জয়ঢাকে মারে কাঠী॥
দ্বিতীয় গড়েতে গিয়া দেখে নরপতি।
দুয়ারেতে দ্বারপাল বসিয়া সংহতি॥
রাহুত মাহুত কত শত রাজপুত।
বিষম ভীষণকায় শমনের দূত॥
মাথায় পাগড়ী টেড়ী লাল কালা পীত।
সঘনে মোচড়ে গোঁফ জুলপী-শোভিত॥
জবা জিনি দুই আঁখি আসবে আকুলী।
গভীর বচন সদা অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি॥

* মাতঙ্গ—হস্তী। † ফিরিঙ্গী—পর্ত্তুগিজ্ বা ইংরেজ। ‡ ফরাস্—ফ্রেঞ্চম্যান্।

কটি ধটি ধরা যোরা করে তলোয়ার্।
ঢালি পাকি খেলে কেহ ঘুরাইয়া ঢাল॥
ঘন ঘন ফেলে লড় ঘুরায় মুদ্গর।
মালশাটে ফাটে মাটী ভেঙ্গে হয় চূর্॥
গগনে উড়ায় বাঁশ ঘন ঘন লোফে।
কিলাকিলি হুড়াহুড়ী পরস্পর কোপে॥
ক্রমে ক্রমে সাত থানা করিল পশ্চাৎ।
পুরী-মাঝে উপনীত হইল নরনাথ॥
একা নল নরপতি পুরী-মধ্যে যায়।
মন্ত্রের মহিমা কেহ দেখা নাহি পায়॥
তারা মাঝে যেন শশী কুমুদে পদ্মিনী।
তেমতি সখীর সঙ্গে রসিকা কামিনী॥
ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে ক্ষণেক শয়ন।
কেমনে পাইব নলে ভাবে সর্ব্বক্ষণ॥
শয়নে স্বপনে কিছু নাহি মনে সুখ।
কতক্ষণে দেখিব নাথের আমি মুখ॥
উপনীত হেনকালে নরেশশার্দ্দূল*।
উভয়ে উভয় রূপে উভয়ে আকুল॥
পতিত পাবনি! পাদপদ্মে দে মা স্থান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান॥

নরেশশার্দ্দূল—নৃপতিশ্রেষ্ঠ।

অথ দময়ন্তীর সহিত নলের কথা।

তাল আড়া—মঙ্গলা রাগিণী।

ধুয়া—কে ওহে সুন্দর রূপ মনোহর।
কামিনীকুমুদ-মাঝে যেন শশধর॥
ঐ রূপ কূপে আঁখি রহিল অমনি থাকি
হঠাৎ প্রফুল্ল মোর হইল অন্তর।

(ত্রিপদী)।

উপনীত নলভূপ হেরিয়া তাহার রূপ
রসবতী অতিচমকিত।
আবেশে এলায় তনু কমলিনী হেরি ভানু
চাহিয়া রহিল একচিত।
যেরূপ হৃদয়ে জাগে সেরূপ সমুখ ভাগে
সবিস্ময় ভীমের নন্দিনী।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে পরে কোকিল জিনিয়া স্বরে
জিজ্ঞাসা করিল নিতম্বিনী।
কে বট কোথায় বাস কি মনে তোমার আশ
কিবা নাম কাহার নন্দন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা হবে নরভক্ষ*
সত্য করি কহিবে বচন।

* নরভক্ষ—রাক্ষস।

কিংবা তুমি হবে নল করিতে আমারে ছল
অশ্বিনীকুমার পুরুহূত*।
এই ঘোরতর রাতি তাহে মোরা নারীজাতি
সত্য বল হই ভয়যুত।
পাইয়াছি অতি ডর কাঁপিতেছে কলেবর
দিতে কে আইলে বুঝি তাপ।
যদি মায়াধারী হও স্বরূপ বচন কও
নতুবা করিব অভিশাপ।
নল কহে শুন কই ভেবো না লো রসময়ি!
নল আমি সত্য পরিচয়।
আসিয়াছি যেই জন্যে শুন বলি রাজকন্যে!
তোমার ভাগ্যের নাহি চয়†।
অনল বরুণ যম আর ইন্দ্র দেবোত্তম
শুনি সবে তুয়া স্বয়ম্বর।
এই চারি দেবগণে কহিলা আমার সনে
তুমি কার হবে বল দার।
আপনারে মান ধন্য দেবতা তোমার জন্য
আসিয়াছে পৃথিবীমণ্ডলে।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় গৌরীগুণ সুধাময়
রহ মন চরণকমলে॥

* পুরুহূত—ইন্দ্র। † চয়—সীমা।

(পয়ার)।

নলের বচন শুনি দময়ন্তী কয়!
কেমনে আইলা তুমি দেহ পরিচয়॥
শত শত দৌবারিক* যেন যম সম।
পুরীমাঝে পুরুষের নাহি গমাগমর্† ॥
বুঝি মায়াবেশী তুমি হবে কোন জন।
নতুবা এ স্থানে তব কেমনে গমন॥
নল বলে কিবা কার্য্য মায়ার প্রকাশ।
কিঞ্চিৎ তোমারে মম নাহি অভিলাষ॥
যে রূপে গমন করি শুন তার কথা।
অনুগ্রহ মোর প্রতি করিল দেবতা॥
ইন্দ্র দিল মহামন্ত্র কিবা দিব লেখা।
যার কাছে যাই আমি সেই পাই দেখা॥
লক্ষ লক্ষ লোক মাঝে দৃশ্য নাহি হই।
নিজ পরিচয় দিনু শুন রসময়ি!॥
ঈষৎ হাসিয়া কিছু শশিমুখী বলে।
তুমি কি আমার মন জানিতেছ ছলে॥
হেন অনুচিত কথা কহ কি কারণ।
হংসমুখে শুনি আমি নলের বর্ণন॥

* দৌবারিক—দ্বারপাল। † গমাগম—গমনাগমন।

তখনি সঁপেছি নলে যৌবন আমার।
নলরাজ পতি মোর অন্য নহে আর॥
একের রমণী হয়ে অন্যের না হয়।
সতীর সতীত্ব তবে কিসে বল রয়॥
ঈষৎ হাসিয়া নল কহিছে বচন।
অতি অনুচিত কথা কহ কি কারণ॥
ইহলোকে যাগ যজ্ঞ ব্রত লোক করে।
কামনা সবার অন্তে স্বর্গ ভোগ পরে॥
শত অশ্বমেধ ফলে হয় বজ্রধারী*।
তাহার রমণী হবে মান ভাগ্য করি॥
বাসব বরুণ বহ্নি যম চারি জন।
আরাধনা করিয়া না পায় দরশন॥
তোমার পাবার হেতু আইল চারিজনা।
হেন অনুচিত কেনে কহ চন্দ্রাননা॥
তোমার পরমভাগ্য ইন্দ্র হবে পতি।
দেবতা ত্যজিয়া বর অন্যে কর মতি॥
মনুষ্য দেহেতে কত দুঃখ সুখ আছে।
ত্রিভুবন আজ্ঞাকারী হবে তব কাছে॥
হৃদ্-পদ্মে উমাপাদপদ্ম করি ধ্যান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান॥

* বজ্রধারী—ইন্দ্র।

(পয়ার)।

শশিমুখী ঈষদ্ হাসিয়া পরে কয়।
যতেক কহিলা মোর মনে নাহি লয়॥
শুন শুন মহারাজ শুন ইতিহাস।
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি ভারতে প্রকাশ॥
সাবিত্রী সঁপিয়াছিল সত্যবানে মন।
শুনিল নারদ মুখে অচিরজীবন*॥
না ত্যজিল সত্যবানে পতিব্রতা সতী।
আপনার পুণ্যবলে বাঁচাইল পতি॥
সতীর যদ্যপি পতি প্রতি থাকে মন।
সে নারী করয়ে তুচ্ছ ইন্দ্রের ভুবন॥
অনুমানে বুঝি আমি তুমি হবে নল।
নতুবা আমার মন কি হেতু চঞ্চল॥
তথাপি আমার মনে বড়ই সন্দেহ।
কি জানি পড়িব আমি কার মায়া মোহ॥
এই কথা কহ গিয়া দেবতা-সদনে।
তুচ্ছ নারী জন্য এত আকিঞ্চন কেনে॥
দেবতা প্রধান পূজ্য মান্য নরগণে।
শতেক প্রণাম মোর সবারি চরণে॥

* অচিরজীবন—স্বল্পায়ুঃ।

শুন শুন এই কথা কবে ইন্দ্র ঠাঁই।
পর ভার্য্যা গমন কি তার মনে নাই॥
অদ্যাবধি সহস্রলোচন* তার অঙ্গে।
তথাপি তাহার মন পরস্ত্রীর সঙ্গে॥
যমেরে কহিবে তুমি তিনি ধর্ম্মরাজ।
মোর ধর্ম্ম বিনাশিতে তাঁর কিবা কায॥
পাপপুণ্যসাক্ষী তিনি কহিবে অনলে।
আমার আছেন সাক্ষী মোর মন নলে॥
বরুণে কহিবে তিনি তীর্থ-অধিপতি।
নাশিতে আমার ধর্ম্ম হেন কেন মতি॥
এইরূপ কথোপকথন দুইজনে।
অদর্শন থাকি তাহা শুনে দেবগণে॥
কপট ত্যজিয়া নল কহিলা বচন।
নলে সাধুবাদ তবে কৈলা চারিজন॥
অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস॥

* কথিত আছে, ইন্দ্র আপন. গুরুপত্নী অহল্যার কপটে সতীত্বনাশ করায় গৌতমের অভিশাপে সহস্রলোচন হইয়াছিলেন।

অথ নলের সভায় গমন।

(ত্রিপদী)।

তাহারি উত্তর পেয়ে হরিষে বিষাদ হয়ে
নল গেলা দেবতা-সদনে।
কথোপকথন যত করাইলা অবগত
শুনি দেবগণে ভাবে মনে।
দেখিব কেমন সতী কারে বা করয়ে পতি
দেখা পাব সভাতে যাইয়া।
সাধুবাদ কৈল নলে থাকিলা গগনস্থলে
কোপ রহে সতীর লাগিয়া।
এথা নল পদব্রজে উপনীত গ্রামমাঝে
বাসা করি রহিল তথায়।
সভা হইল পর দিবা অন্যরাজগণ কিবা
বসিতেছে আসিয়া সভায়।
শেষে গেল নলভূপ হেরিয়া তাহার রূপ
যতেক ভূপতি চমকিত।
মনে মনে ভাবে তথ্য পথ-পরিশ্রম ব্যর্থ
একচিত্তে সকলে ভাবিত।
যেন কোটি চন্দ্রপ্রভা উজ্জ্বল করিল সভা
বসিল নরেন্দ্র সভামাঝে।

বাসব* অমরাপতি যেরূপে প্রকাশে তথি
সেইরূপ নরেন্দ্র বিরাজে।
গরিটিসমাজ ধাম গোপালমুখুটী নাম
তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন
গৌরীগুণ করিল রচন।

(পয়ার)।

সভামধ্যে আসিয়া বসিল গুণাকর।
তারকার মাঝে যেন শোভে শশধর॥
শশীর সমুখে যেন তারকা প্রকাশে।
রজনী উদয়ে† রজনীর তেজনাশে॥
পতঙ্গ‡ উদয়ে যেন পতঙ্গ লুকায়।
গরুত্মান্ ¶ মাঝে গরুত্মান্ শোভা পায়॥
মত্ত শিখি-মাঝে যেন শকুন্তসমাজ।
শার্দ্দূলসমাজে শোভা পায় সিংহরাজ॥

* বাসব—ইন্দ্র

† রজনীশ-উদয়ে—রজনী-তমোনাশে॥ এইরূপ পাঠ হইলে অর্থ বিশদ হইত কিন্তু মূল পুস্তকের পাঠ অবিকল রক্ষা করার অনুরোধে যাহা ছিল তাহাই মুদ্রিত হইল।

‡ পতঙ্গ—সূর্য্যের উদয়ে, পতঙ্গ কীট সকল যেমন লুকায় পলায়ন করে।

¶ গরুত্মান্‌মাঝে—পক্ষিগণের মধ্যে গরুত্মান্ পক্ষিরাজ গরুড় যে প্রকার শোভা পাইয়া থাকে।

বায়সের মাঝে পিক* বিষাণে† বিষাণ।
সেরূপ রাজার মাঝে নল পুণ্যবান্॥
গর্দ্দভনিকটে যেন তুরঙ্গের শোভা।
মক্ষিকানিকটে যেন গুঞ্জে মধুলোভা‡॥
ছাতারিয়া মাঝে যেন খঞ্জনের নৃত্য।
প্রভুর অগ্রেতে যেন শোভা পায় ভৃত্য॥
খদ্যোতের¶ তেজ লুপ্ত হয় দিবাভাগে।
কুরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ কুক্কুরের আগে॥
নলের তেজেতে সবে হইল বিবর্ণ।
রাঙ্গ-মাঝে রূপা যেন পিতলে সুবর্ণ॥
কাচমাঝে হীরা যেন স্ফটিকে মুকুতা।
শেকুলকণ্টকমাঝে মালতীর লতা॥
সারসের শোভা ক্রৌঞ্চ § কুমুদের মাঝে।
রাজহংস শোভা পায় কাদম্ব** সমাজে॥
হেন্তাল-কানন-মাঝে শোভে নারিকেল।
গাবের নিকটে যেন শোভা পায় বেল॥
গ্রহরূপ সভামাঝে শোভা পায় নল।
রামচন্দ্র কহে দুর্গা পদে দেহ স্থল॥

* পিক—কোকিল।

† বিষাণে—পশুশৃঙ্গের মধ্যে বিষাণ হস্তিদন্ত যে প্রকার। বিষাণ শব্দে পশুশৃঙ্গ ও হস্তিদন্ত উভয়ই বুঝায়।

‡ মধুলোভা—ভ্রমর।

¶ খদ্যোত—জোনাকী পোকা।

§ ক্রৌঞ্চ—বক।

** কাদম্ব—পাতিহাঁস।

অথ সরস্বতীর আগমন।

ললিত-রাগিণী।

ধুয়া। অভয়ে অভয় দেমা ডাকি তোরে ভয় পেয়ে।
দেবতা করিয়া ছল বসিয়াছে নল হয়ে॥

(ত্রিপদী)।

এখানে ভীমের কন্যা আর নাহি ভাবে অন্যা
ভক্তিভাবে পূজিল ভবানী।
মাগে বর কৃতাঞ্জলি কাতর হইয়া বলি
নল বিনা আর নাহি জানি।
দয়া কর দয়াময়ি! রাবণে করিলা জয়ী*
তোমাকে পূজিয়া রঘুপতি।
গোপকন্যা বৃন্দাবনে আরাধিয়া প্রাণপণে
মাধবে পাইল শীঘ্রগতি।
ত্রিপুরারি বিষপানে† জিলা তারে প্রাণ-দানে
অপাঙ্গে হেরিয়া অচিরাৎ।
অধিনীরে চাহ ফিরি ঈষৎ অপাঙ্গে হেরি
দে মা মোরে নল প্রাণনাথ।

* রাবণে জয়ী করিলা অর্থাৎ রাবণকে পরাজিত করিলা।

† কথিত আছে, মহাদেব সমুদ্রমন্থনোত্থিত বিষপান করিয়াছিলেন তথাপি মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই, তজ্জন্ত মৃত্যুঞ্জয় নাম হইয়াছে।

এইরূপে ভাবে রামা অন্তর্-যামিনী বামা*
ডাকিলেন শীঘ্র সরস্বতী।
আমার বচন ধর ক্ষিতি-মাঝে গতি কর
যথা দময়ন্তী রূপবতী।
তুমি হয়ে সহচরী লয়ে যাহ সঙ্গে করি
যথায় বসিয়া আছে নল।
দময়ন্তী সঙ্গে লয়ে নলে দিবে দেখাইয়ে
দেবগণ করিয়াছে ছল।
অভয়ার অনুমতি দ্রুত আসি সরস্বতী
সখী ব'লে করিলা সম্ভাষ।
এস সখি! মোর সাথে পুষ্পমাল্য লয়ে হাতে
লইয়া যাইব নল-পাশ।
সখী দেখি নৃপবালা নিল কুসুমের মালা
বরিতে চলিল হরষিত।
আগে আগে সরস্বতী পাছে পাছে রূপবতী
হাব ভাব লাবণ্য-পূর্ণিত।
আইল সভার মাঝে কিবা অপরূপ সাজে
শত সৌদামিনী করে শোভা।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় হেরিয়া ভূপতিচয়
পড়িল তাহাতে মনোলোভা।

*অন্তর্-যামিনী বামা—ভগবতী।

অথ দময়ন্তীর সভায় প্রবেশ।

তাল আড়া,—পরজ রাগিণী।

ধূয়া। কে রূপসী আসি দিল দরশন।
সভায় সবার মন করিল হরণ॥

(পয়ার)।

সখী সঙ্গে সভামাঝে আইল সুন্দরী।
চারি দিকে দাঁড়াইয়া চারি সহচরী॥
ঈষদ্ অপাঙ্গ-কোণে অনঙ্গের বাণে।
পলক ছলায় হানে সবাকার প্রাণে॥
হেরিয়া কন্যার রূপ ভূপতি সকলে।
আমি এ কন্যার বর পরস্পর বলে॥
অবশ হইল অঙ্গ হারাইল জ্ঞান।
মুখ নিরখিয়া থাকে দেহ অচেতন॥
প্রথমেতে পরিচয় দিল সরস্বতী।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যার পতি॥
কুলে শীলে রূপে গুণে প্রতাপে গম্ভীর।
ধর্ম্মিষ্ঠ সুনিষ্ঠ ইষ্টদেবে মনঃস্থির॥
কুবের সমান ধন সর্ব্বগুণ আছে।
পরদুঃখে দুঃখ মন কহি তব কাছে॥

শুনিয়া তাহার গুণ মুখ কৈল বাঁকা।
ঈষদ্ বসনে আচ্ছাদিল মুখ-রাকা॥
না চাহিল তার পানে নৃপতি লজ্জিত।
কলিঙ্গরাজের* কাছে আসি উপনীত॥
বসিয়া সভায় দেখ কলিঙ্গ-ভূপতি!
আপনি চণ্ডিকা যাঁর প্রতি কৃপাবতী॥
ধনে জনে কুলে শীলে বড়ই প্রধান।
দেখ গো রাজার কন্যা সভা বিদ্যমান॥
না চাহিল তার পানে দময়ন্তী নারী।
অঙ্গরাজ†—পরিচয় দিল সহচরী॥
রূপে গুণে কুলে শীলে নরেশ-শার্দ্দূল।
ভাণ্ডার নাহিক ক্ষয় কিবা দিব তুল॥
হস্তী অশ্ব রথগণে সংখ্যা নাহি হয়।
কোশলাধিপতি‡ রাজা সগরতনয়॥
যাঁহার কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ ক্ষিতিময়।
ধনের কি দিব লেখা সংখ্যা নাহি হয়॥
সূর্য্য সমতুল্যতেজা নামে রাজা অজ।
কত ধন ঐশ্বর্য্য সেনানী রথ গজ॥

* কলিঙ্গ—ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদ।

† অঙ্গদেশ—ভাগপুর জেলার অন্তর্গত।

‡ কোশল—সরযূতীরস্থ অযোধ্যাপ্রদেশ।

যাঁহার বংশেতে হবে রঘুপতি রাম।
দেখ দময়ন্তী ব'সে সেই গুণধাম॥
হস্তিনার* অধিপতি নহুষ সুন্দর।
মনুষ্য শরীরে যিনি হৈল পুরন্দর॥
ধনের ঈশ্বর যাঁর বলবান্ অতি।
গঙ্গার তনয় ভীষ্ম যে বংশে সন্ততি॥
মিথিলার† অধিপতি নামেতে মরুৎ।
পৃথিবীতে উপনীত যেন পুরুহূত॥
যাঁর যজ্ঞে অগ্নিমান্দ্য হইল অনলে।
দেখ গো ভীমের কন্যা সেহ সভাস্থলে॥
চিত্রসেন নামে রাজা অবন্তী‡ নিবাস।
কুলে শীলে রূপে গুণে নির্ম্মল-প্রকাশ॥
ধনে পরিজনে রাজা অতি পুণ্যবান্।
যাঁর বংশে হবে ইন্দ্রদ্যুম্ন পুণ্যবান॥
এইরূপে পরিচয় দিল জনে জনে।
শুনি রূপসীর কিছু নাহি লয় মনে॥
যথায় নরেশ নল বসিয়া সভায়।
সহচরী সঙ্গে করি চলিল তথায়॥

* হস্তিনা—কৌরব নরপতিগণের প্রাচীনরাজধানী ইহা বর্ত্তমান মীরাট-জেলার অন্তর্গত ছিল।

† বর্ত্তমান ত্রিহুতপ্রদেশ পূর্ব্বকালে মিথিলা নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

‡ অবন্তী—বর্ত্তমান মালব প্রদেশ, ইহা মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত।

পতিত পাবনি ! পাদপদ্মে দে মা স্থান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণ-গান॥

অথ স্বয়ম্বর।

(পয়ার)।

বাসব বরুণ বহ্নি যম চারিজনে।
ভীমের তনয়া প্রতি কোপ আছে মনে॥
যথায় বসিয়া আছে নল নরপতি।
বসিল দেবতা তথা নলের আকৃতি॥
একাকৃতি পঞ্চ নল বসিয়া সভায়।
দেখিয়া ভীমের কন্যা হইল বিস্ময়॥
একাকৃতি পঞ্চ নল সভামধ্যে বসি।
ভাবিত হইল বড় হেরিয়া রূপসী॥
কারে দিব বরমাল্য কেবা হবে নল।
বুঝিতে না পারি আমি কে করিল ছল॥
শ্রবণে কহেন তার হরের গৃহিণী।
কি লাগিয়া অন্যমনা হইলা স্বজনি !
পৃথিবী-মণ্ডলমাঝে নাহি যার ছায়া।
কখন সে নল নহে দেবতার মায়া॥
সভামাঝে বিরাজে নরেন্দ্র দক্ষমুখে।
মাল্যদান কর সখি ! পরমকৌতুকে॥

আক্লেশ পাইয়া পরে ভীমের তনয়া।
দেখিল চারির নাহি পৃথিবীতে ছায়া॥
মধ্যেতে বসিয়া আছে নলগুণাকর।
বরমাল্য দিয়া তারে কৈল স্বয়ম্বর॥
প্রণাম করিয়া দময়ন্তী গেল গৃহে।
দিবাকর-কর পাইল যেন সরোরুহে*॥
হৃদ্‌পদ্মে উমাপাদপদ্ম করি ধ্যান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান॥

অথ দেবগণের সহিত কলির সাক্ষাৎ।

(পয়ার)।

দময়ন্তী বরমাল্য নলে দিল দান।
দেবতা পাইয়া লজ্জা হৈল অন্তর্ধান॥
চলিল দেবতা চারি নিজ নিজালয়।
দ্বাপর কলির সঙ্গে পথে দেখা হয়॥
শুনিয়াছে দময়ন্তী হবে স্বয়ম্বরা।
পাব মনে মনে কলিগতি অতিত্বরা॥
প্রণাম করিল কলি দেবতাচরণে।
কোথায় গমন আজি দেখি চারিজনে॥

*সরোরুহ—পদ্ম।

দেবতা নিকটে জ্ঞাত হইল কলিবর।
শুনিয়া ক্রোধেতে কলি কাঁপে নিরন্তর ॥
দেবতার ত্যাগ কৈল নরলোক পতি।
দেখিব কেমন সেই দময়ন্তী সতী ॥
ইন্দ্র বলেন শুন কলি ক্রোধ কর শান্ত।
না দেও নলের দুঃখ ধর্ম্মিষ্ঠ নিতান্ত ॥
দেবতার কথা কলি কিছু নাহি শুনে।
বিষম কুটিল কলি ক্রোধ রহে মনে ॥
নলের পশ্চাতে সদা করয়ে ভ্রমণ।
নিরবধি করিয়া পাপের অন্বেষণ ॥
পতিত পাবনি ! পাদপদ্মে দেমা স্থান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান ॥

অথ বিবাহের উদ্‌যোগ।

বিভাষ-রাগিণী।

ধূয়া। কি আনন্দময় রাজধানী।

(ত্রিপদী)।

ভীমসেন নরপতি হরষিত মতি অতি
নলে যদি কন্যা স্বয়ম্বরা।
পেয়ে নল নিধি রত্ন করিয়া অশেষ যত্ন
করে পরে বিবাহের ত্বরা।

হরষিত নৃপমনে আত্মীয় কুটুম্বগণে
নিমন্ত্রণ কৈল নৃপবর।
তিথিপুরোহিত আনি শুভ লগ্ন দিন জানি
ভীমসেন আইল সত্বর।
নারীগণ কুতূহলী দিয়া জয় হুলাহুলী
হরিদ্রা দোঁহার দিল অঙ্গে।
ঘটা করি নরনাথ দিলেন আইবর ভাত
হরষিত হয়ে মনোরঙ্গে।
নাহিক কর্ম্মের ত্রুটি নৃপতি প্রভাতে উঠি
স্নান সন্ধ্যা আদি কৈল কায।
শুদ্ধমতি শুচি রাজা মার্কণ্ডেয়-ষষ্ঠীপূজা
ষোড়শ-মাতৃকা চেদিরাজ*।
তপ্ত সুবর্ণের কান্তি আনি-কন্যা দময়ন্তী
কন্যার করিল অধিবাস।
কুলোচিক যত ধর্ম্ম বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ আদি কর্ম্ম
পিণ্ডদান কৈল পিতৃপাশ।
জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ মেদনমল্লানুরাগ
তার মধ্যে হরিনাভি-গ্রাম।
তাতে কবি নিজবাসে শ্রীদুর্গামঙ্গল ভাষে
দ্বিজকুলে রামচন্দ্র নাম॥

* ষোড়শ মাতৃকা—গৌরী আদি ষোড়শদেবী—আর চেদিরাজ—চেদিরাজবসু অন্যতম দেবতা।

(চন্দ্রাবলীচ্ছন্দ)।

পরম কৌতুকী নাচিছে নর্ত্তকী
কিন্নরে করিছে গান।
বাজে নানা যন্ত্র বীণা দিয়া তন্ত্র
নাহি ভঙ্গ তাল মান।
তাষা ডম্ফ ঢাক বেণু বীণা বাঁক
সেতারা সারঙ্গ ঢোল।
তবলা ডম্বুর বাজিছে মধুর
করতাল আর খোল।
দোধরি দোতারা বাজে সপ্তস্বরা
মন্দিরা মাদল বাঁশী।
বেহালা তম্বূর ঝাঁঝর নূপুর
করতাল আদি কাঁশী।
কুলাচার মত নৃপাঙ্গনা যত
সঙ্গে লয়ে কুলনারী।
প্রভাতে উঠিয়া হুলাহুলী দিয়া
চলিল সহিতে রাণী।
হুলাহুলী মুখে রমণী কৌতুকে
হেমঘট* কার করে।
তৈল গুয়া পান করিতে সম্মান
চলে প্রতিবেশি-ঘরে।

হেমঘট—সুবর্ণকলশ।

আলিপনা দিয়ে হেমঘট লয়ে
যোড়করে রাণী কয়।
কৃপা করি সবে মোর বাড়ী যাবে
দময়ন্তী-পরিণয়।
গৃহস্থের নারী ঘটে দিল বারি
সৈল তৈল গুয়া-পান।
হর্ষে রাজরাণী লয়ে সয়াপানী
নিজালয়ে পরে যান।
হরিনাভি ধাম দ্বিজ বিনোদরাম
তাহার তনয়া-সুত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে রামচন্দ্রে
সদাই বিনয়যুত॥

তাল ধামাল,—কল্যাণ রাগিণী।

কিবা রঙ্গে কামিনীগণ
সঙ্গে রাজরাণী রঙ্গরসবাণী
অঙ্গে পরা আভরণ॥

(পয়ার)।

কদলীর তরু আরোপিল আগে আগে।
বসাইল দময়ন্তী তার মধ্যভাগে॥
সাত পাক প্রদক্ষিণ করি রামাগণে।
স্নান করাইল পরে মনোহর্ষ মনে॥

মঙ্গল আচার রমণীর কোলাকুলী।
বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি জয় হুলাহুলী ॥
দিবা অবসান কালে লগ্ন উপস্থিত।
নলের বরণ করে নৃপতি ত্বরিত ॥
বরণ করিয়া নলে লইল নিজালয়।
প্রাঙ্গনের মাঝে নল পীঠোপরি রয় ॥
কুলবধূ কুলকন্যা লইয়া নৃপরাণী।
বরণ করিতে যায় করে হেমঝারি ॥
ধুতূরার ফলখণ্ডে প্রদীপ জ্বালিয়া।
কোন সহচরী লইল মাথায় তুলিয়া ॥
গুড় চাল্ দিল অঙ্গে ঝালি ঝাড়াপাত।
বাঁধিল নলের মন দময়ন্তী সাত ॥
বরণ করিয়া নিছাইয়া ফেলে পান।
কোন কোন সহচরী পাক দিল কাণ ॥
রাজার রমণী তবে খায় মন কলা।
নলের নিকটে দময়ন্তী লয়ে গেলা ॥
সাত পাক ভ্রমি পরে নারিল ছায়নী।
বদল করিয়া মাল্য করিল ছাড়নি ॥
বরকন্যা দোঁহাকে আনিল সভামাঝে।
রতির সহিত যেন অনঙ্গ* বিরাজে ॥

* অনঙ্গ—কন্দর্প।

সতিল গঙ্গার জল কুশা দুর্ব্বা ফল।
আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আর জল॥
দধি দুগ্ধ মধুর সহিত মধুপর্ক।
বসন ভূষণ দিল যেন তুল্য অর্ক *॥
অভয়ার প্রীতে রাজা কন্যাদান করে।
শেষে নল দময়ন্তী চাহে পরস্পরে॥
অন্তঃপুরে নারীগণ করয়ে কৌতুক।
রাজার রমণী আসি দিলেন যৌতুক॥
ক্ষীরখণ্ড ভোজন করয়ে দোঁহে মেলি।
বাসরে বসিয়া বর কন্যা করে কেলি॥
কুসুমশয্যায় নল জাগে বিভাবরী †।
কৌতুক করিছে আসি যত সহচরী॥
আপনি রসিক নল তাহে রসকূপ।
রসিকা সহিত রসে ভাসে নলভূপ॥
রসিকা রমণী মেলি কেহ ধরে ঝুঁটি।
কোন কোন সহচরী দিল কাণলুটি॥
কর্পূর লবঙ্গ সহ তাম্বূল পূরিয়া।
কোন সখী নল করে দিলেক তুলিয়া॥
রমণী যুবতী যত রসিকা-সাগর।
নলরাজা রসে ভাসে বিবাহ-বাসর॥

* অর্ক—অর্ঘ্য। † বিভাবরী—রাত্রি।

এইরূপে নলরাজা জাগিল রজনী।
বিরচিল রামচন্দ্র ভাবিয়া ভবানী॥

অথ নলের স্বদেশ গমন।

ধূয়া। কি কর কি কর মন পাছে আছে কলি,
অনায়াসে হবে পার দুর্গা দুর্গা বলি।
লইলে সংসার ভার ত্যজিলে সকল সার
মজিবে বুঝি অনুগত হলি,
যদি অন্য কর্ম্মে থাক মনে দুর্গা দুর্গা ডাক
সকল বজায় রাখ কি করিবে কলি॥

(পয়ার)।

প্রভাতে উঠিয়া নল কহিল রাজারে।
বিদায় করহ মোর যাব নিজ ঘরে॥
বরকন্যা বিদায় করিল নরপতি।
নিজদেশে যায় নল হইয়া দম্পতী॥
যৌতুক দিলেন রাজা বহুবিধ ধন।
হীরা মণি চুণি আর রজত কাঞ্চন॥
হস্তী অশ্ব রথ দাস দাসী আসে পাশে।
মিনতি বচনে নলে নরপতি ভাষে॥
দময়ন্তী সহ গেল নল নিজবাস।
পূরিল দোঁহার আনন্দে রমণাভিলাষ॥

পরম আনন্দমনে নলদময়ন্তী।
কমল প্রকাশ পেয়ে দিবাকর-কান্তি ॥
রসিক সহিত রসে ভাসে মন সুখে।
সারস সরস যেন সরের* সম্মুখে ॥
যেন চক্র চক্রীঁ† সনে দোঁহার নিবাস।
উভয় উভয়ে হেরি নাহি পূরে আশ ॥
নল দময়ন্তী বাস বৎসর হাজার।
এক কন্যা এক পুত্র হইল রাজার ॥
জয়ন্ত পুত্রের নাম কন্যা চন্দ্রমুখী।
নল দময়ন্তী সদা পরমকৌতুকী ॥
নলের পশ্চাৎ কলি করয়ে ভ্রমণ।
নিরবধি করিয়া পাপের অন্বেষণ ॥
তথাপি আছিক কিছু পায় পাপ লেশ।
একদিন দৈবযোগে শুন সবিশেষ ॥
ঘন ঘন প্রস্রাব করিল নৃপ নল।
একবার ভ্রমক্রমে না লইল জল ॥
সেই ছিদ্রে কলিকাল পেয়ে পাপলেশ।
রাজার শরীরে আসি করিল প্রবেশ ॥
বিষম সে ক্রূর পাপ সঙ্গে নল ভূপ।
ধর্ম্মকর্ম্ম তেয়াগিয়া হইল বিরূপ ॥

* সরঃ—সরোবর।
† চক্র—চক্রবাক। চক্রী—চক্রবাকবধূ।

হৃদ্‌পদ্মে উমাপাদপদ্ম করি ধ্যান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান॥

নলশরীরে কলির প্রবেশ।

(ত্রিপদী)।

কলির হইল বশ ত্যজে ধর্ম্ম কর্ম্মরস
বিষমস্বভাব ভাবে ভূপ।
ক্ষণে ক্ষণে হয় ক্রোধ ধর্ম্মপথ কৈল রোধ
কামে চিত্ত মজে নলভূপ।
মুড়ায় মাথার কেশ দেবকর্ম্মে সদা দ্বেষ
পিতৃলোকে নাহি দেয় জল।
বলে ভণ্ড যত দ্বিজ মিথ্যা কর কার পূজা
প্রবঞ্চনা করয়ে কেবল।
মরা মাতা পিতা তরে ভ্রমে লোক শ্রাদ্ধ করে
সে কেবল বুঝিবার চুক।
মদনমঙ্গল গীত শুনে সদা আর্দ্র-চিত
প্রজার হিংসায় নাহি সুখ।
রাজার পাপেতে রাজ্য বিষম হইল কার্য্য
ধর্ম্ম নাহি মানে প্রজাগণে।
ব্রাহ্মণ আচার-ভ্রষ্ট পাপেতে পূর্ণিত রাষ্ট্র
বেদপাঠ করে শূদ্রগণে।

স্বামী নিন্দা করে ভার্য্যা কামিনী হইল পূজ্যা
পর ভাবে জনক জননী।
মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা ভ্রষ্ট নষ্ট সর্ব্বজনা
কুলবধূ নীচেতে গামিনী।
গোহিংসা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা চৌর্য্য কর্ম্মে সদা-চেষ্টা
ব্রাহ্মণের যবন-আচার।
যাগযজ্ঞ সদা হীন ধর্ম্মে রসবীর ক্ষীণ
শূদ্রের তপস্যা ব্যবহার।
নববধূ ঘরে আসি শাশুড়ীকে করে দাসী
সুতে পিতার নাহি দেয় অন্ন।
ব্রাহ্মণে বেচয়ে দুগ্ধ পরদারে সদা মুগ্ধ
নাহি বাছে জাতিভেদ ভিন্ন।
বিষম হইল নীত* দেখি কলি হরষিত
সমুচিত ফল দিব বলে।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় গৌরীগুণ সুধাময়
রহ মন চরণকমলে ॥১

---

* নীত—নীতি, নিয়ম।

অথ অক্ষক্রীড়া।

তাল ঠেকা,—সিন্ধু রাগিণী।

ধুয়া—এবার খেলায় মন যদি হবে জয়ী।
রসনা বাসনা কর ডাক দয়াময়ী ॥
বৈরাগ্য নিবৃত্তি আদি ধ'রে করে রাখ যদি
যদি জ্ঞান অশ্ব তাহে কর যোড়
সহায় তরণী ভক্তি নাহি মাত্তঃ হবে মুক্তি
মন্ত্রী তাহে গুরু উক্তি এই তোরে কই ॥

(পয়ার)।

নলের অনুজ ভাই নামেতে পুষ্কর।
তাহার নিকটে কলি চলিল সত্বর ॥
পুষ্কর নিকটে গিয়া কলিকাল কয়।
তোমাকে রাজত্ব দিব হইয়া সদয় ॥
নলের শরীরে আমি করেছি প্রবেশ।
পাশা খেলা ছলে রাজ্য তোকে দিব শেষ।
দ্বাপর হইবে পাশা আপনি খেলাব।
উপলক্ষ থাক মাত্র ছলেতে জেতাব ॥
কলির বচনে তুষ্ট হইল পুষ্কর।
তোমার কৃপায় আমি হব রাজ্যেশ্বর ॥
কলি-সঙ্গে পুষ্কর আইল নিজ বাসে।
নলের নিকট হইয়া কহে মৃদুভাষে ॥

খেলিব তোমার সঙ্গে আজি আমি পাশা।
দেখিব কেমন তব হয় সত্যভাষা* ॥
কলিবশে নৃপতি বুঝিল বিপরীত।
মজিল পাশায় মন অনুজ সহিত ॥
পুষ্কর সহিত খেলে পাশা কুতূহলী।
দ্বাপর হইল পাশা খেলা করে কলি ॥
প্রথমে করিল পণ ভাণ্ডারের ধন।
ফেলিল পুষ্কর পাশা জিতিল তখন ॥
মণি চুণি প্রবাল মুকুতা হেম হীরে।
জিনিল পুষ্কর সব নাহি পায় ফিরে ॥
হস্তী অশ্ব দাস দাসী রথ সৈন্যগণ।
পুষ্কর নিকটে হারে সকলি রাজন্ ॥
শুনিল বৃত্তান্ত দময়ন্তী পতিব্রতা।
হারিল পাশায় রাজা তবু তাহে রতা ॥
যাইল সকল রাজ্য সতীভাবে মনে।
কন্যা পুত্র পাঠাইল জনকভবনে ॥
বাহির নগর গ্রাম যত ভূপতির।
ক্রমে ক্রমে হারে রাজা তবু নহে স্থির ॥
হারিল সকল দেশ হইল অকার্য্য।
অবশেষে নরেন্দ্র হারিল নিজ রাজ্য ॥

*সত্যভাষা—সত্যকথা।

রত্নসিংহাসন যদি জিনিল পুষ্কর।
নলে দূরীভূত করি হৈল রাজ্যেশ্বর॥
জিতিয়া পুষ্কররায় রাজ্য অধিকারী।
করিল নলের কলি দীনের ভিখারী॥
ভিক্ষা নাহি দেয় কেহ পুষ্কর-শাসনে।
শ্রীদুর্গামঙ্গল দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে॥

নলদময়ন্তীর বনে গমন।

(ত্রিপদী)।

হারিয়া অনুজ সঙ্গে এক বস্ত্র মাত্র অঙ্গে
নরপতি চলিল কানন।
বনে যায় নিজপতি শুনে দময়ন্তী সতী
পতি সঙ্গে করিল গমন॥
নিজ কান্তা দেখি সাতে বুঝাইল বহুমতে
মোর সঙ্গে কোথা তুমি যাবে।
যদি না থাকিতে পার যাহ জনকের ঘর
বনমাঝে কত দুঃখ পাবে।
শুনি কহে নলকান্তা* তোমা বিনা নহি শান্তা†
ইন্দ্রের ভুবন তুয়া কাছে।

* নলকান্তা—নলপত্নী। † শান্তা—সুস্থিরা।

তোমার নিকটে স্বর্গ তুয়া সেবি চতুর্বর্গ
সুখ দুঃখ সর্ব্বকাল আছে।
প্রিয়ার বচন শুনি কহে নল নৃপমণি
তবে এস যা থাকে কপালে।
না রহে আপনরাজ্যে সঙ্গে লয়ে নিজ ভার্য্যে
নগরেতে ভ্রমে মহীপালে।
পুষ্করের প্রজাশিক্ষা কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা
ক্ষুধায় পীড়িত অনাহারে।
ইঙ্গিতে মানিত ধন্য সে জন না করে গণ্য
লজ্জিত ভূপতি তিরস্কারে।
কিবা বিধাতার বাজি পৃথিবীর পতি আজি
অন্ন বিনা কাননে প্রবেশ।
যারে বিড়ম্বয়ে ধাতা তাহার দুঃখের কথা
কহিতে না হয় অবশেষ।
সময়ে সবার পূজ্য তার সাক্ষী দেখ সূর্য্য
স্থানভ্রষ্ট কমল* শুকায়।
আর দেখ বহ্নিসখা† প্রদীপ পাইলে দেখা
ক্ষীণ ব'লে তখনি নিবায়।
অনিত্য সংসার রস সম্পদের সবে বশ
ভেবে দেখ কেহ কার নয়।

* কমল—পদ্ম। † বহ্নিসখা—বায়ু।

দ্বিজ রামচন্দ্র কয় গৌরীগুণ সুধাময়
গুরুদত্ত ভাবনা হৃদয় ॥

তাল আড়া,—সুরাট রাগিণী।

ধুয়া—মন জানিলে এখন কেহ কার নয়।
দুর্গানাম কর সার যাবে ভব ভয় ॥

(পয়ার)।

প্রিয়া সাথে ম্লানমুখে নরেন্দ্র ভূপতি।
সলজ্জিত অভিমানে বনে কৈল গতি ॥
ক্ষিতিমাঝে একাধিপ রাজা ছিল নল।
নগরের মাঝে সেই না পাইল স্থল ॥
বনে বনে ভ্রমি ভ্রমি নরেশশার্দ্দূল।
হেরিল সম্মুখে রাজা পড়িয়া সকুল* ॥
ক্ষুধানলে পীড়িত ধাইল নরপতি।
ধরিল শকুল মীন হরষিত মতি ॥
প্রিয়ার নিকটে আসি কহে নরেশ্বর।
মিলিল আহার প্রিয়ে আজি অতঃপর ॥
ক্ষুধা আজি দূরে যাবে বিধি দিল দিন।
করিব ভক্ষণ দোঁহে দগ্ধ করি মীন ॥
ক্ষীর খণ্ড ঘৃত মধু আহার যাহার।
সুধাসম পোড়া মাছ হইল তাহার ॥

* শকুল—শইল মাছ। শকুল এই শব্দের বর্ণবিন্যাসে তালব্য "শ" দন্ত্য "স" উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

আনিয়া অরণীকাষ্ঠ* জ্বালিয়া অনল।
করিল শকুল দগ্ধ তাহে নৃপ নল॥
প্রক্ষালন হেতু দিলা প্রিয়ার নিকটে।
সরোবরে গেলা রামা দেখ কিবা ঘটে॥
বিধাতা বিমুখ যবে বিপক্ষ সকলে।
দগ্ধ মীন পলাইল সরোবর জলে॥
বিস্ময় হইলা রামা পতিরে কহিল।
ভাবিত হইল ভূপ চন্দ্রে বিচারিল॥

(ত্রিপদী)।

লজ্জায় মলিন বেশ ছাড়িয়া আপন দেশ
প্রবেশিলা কাননে ভূপতি।
ক্ষুধানলে প্রাণাকুল হইলু বুদ্ধির ভুল
শক্তিহীন দোঁহে হীনগতি।
নির্দ্দয়(যে) ক্রূর কলি আরো দুঃখ দিবে বলি
ধরিল শচাল পক্ষিবেশ।
হেরিয়া ভূপতি পক্ষ করিল তাহার লক্ষ্য
এই মাংস খাব অবশেষ।
ক্ষুধায় অন্তর জ্বলে শচাল ধরিতে চলে
পরা বস্ত্র ফেলে দিল গায়।
রাজার বসন সাথে উঠিল আকাশপথে
বিস্ময় হইল নররায়।

* অরণী বা অরণি—যে কাষ্ঠের ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়।

উলঙ্গ নাথেরে দেখি দময়ন্তী অধোমুখী
অঞ্চল পরিতে দিল ভূপে।
এক বস্ত্র দোঁহে পরি কাননে ভ্রমণ করি
ডুবিল ভূপতি দুঃখ-কূপে।
চলিতে অচল নল পাতিয়া তরুর দল
ভূপতি বসিল প্রিয়া সাথে।
শ্রান্তা ক্লান্তা ম্লানমুখী প্রেয়সী অধিক দুখী
তিন দিন অনাহারে তাথে।
কানন ভ্রমণক্লেশে নৃপতির উরুদেশে
মাথা রাখি করিল শয়ন।
হইল অঘোর নিদ্রা কলি অন্বেষণ ছিদ্রা
রামচন্দ্র করিল রচন।

অথ দময়ন্তী-পরিত্যাগ।

(পয়ার)।

নিদ্রা যায় শশিমুখী ভূতলে পড়িয়া।
শয্যায় কেশের ঘাতে উঠিত জাগিয়া॥
উত্থিত কমল ম্লান কিরণে রবির।
ততোঽধিক নিরানন্দ অস্পন্দ* শরীর॥

* অস্পন্দ—চেষ্টাহীন।

কলিবশে বিষমস্বভাব ভাবে ভূপ।
নাহিক স্নেহের লেশ বিষম বিরূপ॥
মনে মনে ভূপতি করয়ে বিবেচনা।
কামিনী লইয়া সঙ্গে এতেক যন্ত্রণা॥
ত্যজিয়া কাননে প্রিয়া যাই স্থানান্তর।
কুসঙ্গে কুবুদ্ধি রাজা ভাবে নিরন্তর॥
কেমনে ত্যজিব আমি একবস্ত্রপরা।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা॥
জানিয়া রাজার মন কলি খড়গরূপ।
সমুখে হেরিয়া খড়গ হরষিত ভূপ॥
অস্ত্র লইয়া পরাবস্ত্র ছেদন করিল।
অল্পে অল্পে উরু হইতে মাথা নামাইল॥
হেরিয়া প্রিয়ার মুখ নৃপতিশার্দ্দূল।
মায়াতে মোহিত হয়ে হইল আকুল॥
শারদশশীর কান্তি দময়ন্তীমুখ।
কিরূপে ত্যজিয়া যাব দিয়ে বহু দুখ॥
অবলা সরলা নারী কি দোষ বা আছে।
গহন * কাননে সমর্পিব কার কাছে॥
এত বলি কলিবশে হইল নিষ্ঠুর।
অল্পে অল্পে ভূপতি আইল কিছু দূর॥

* গহন—দুর্গম।

পশ্চাতে চাহিয়া দেখে সুবর্ণের লতা।
ভূতলে পড়িয়া আছে কেহ না রক্ষিতা॥
ফিরে গেল নলরাজা প্রিয়ার নিকটে।
শোকেতে আকুল রাজা হৃদে শূল ফোটে॥
যাহার লাগিয়া আকিঞ্চন দেবরাজে।
কেমনে ত্যজিব তাকে কাননের মাঝে॥
চলিতে না পারে রাজা চক্ষে বহে নীর।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া নল হইল অস্থির॥
দুষ্টবশে মন পুনঃ হইল চঞ্চল।
ত্যজিয়া গমন করে নরপতি নল॥
এক পদ বাড়াইল নাহি উঠে পদ।
হেরিয়া আবার মুখ শোকে গদ গদ॥
এইরূপে দশ বার যাতায়াত করি॥
অবশেষে কাননে ত্যজিল পরিহরি॥
হৃদ্‌পদ্মে উমাপাদপদ্ম করি ধ্যান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান।

অথ দময়ন্তীর রোদন।

ধূয়া—তারা এ কেমন বিবেচনা,
সকল সন্তানে সম মায়ের করুণা।
যে জন রাজার বংশ তাহারে করিলে ধ্বংস
সে অংশ কুবংশে দেও করিয়া ছলনা॥

(ত্রিপদী)।

নিদ্রাচ্যুত রূপবতী নিকটে না দেখি পতি
দময়ন্তী হইল বিস্ময়।
রাজ্ঞীর কম্পিত তনু রাহুগ্রস্ত যেন ভানু *
শুকাইল সরস হৃদয়।
আছিলাম একসাত কোথা গেলে প্রাণনাথ!
ভয়ে প্রাণ স্থির নহে ধড়ে।
শরীর হইল ক্ষুণ্ণ চারিদিকে দেখি শূন্য
মোহ হয়ে ভূমিতলে পড়ে।
ডাকে রামা অবিশ্রান্ত কোথা গেলে প্রাণকান্ত
শান্ত কর দেখা দিয়ে মোরে।
ক্ষমা কর পরিহাস যায় হে জীবন আশ
মরি আমি কানন-ভিতরে।
তিন দিন অনাহারী চলিতে নাহিক পারি
আর মরি তোমার বিহনে।
কি ছিল আমার দোষ কেন বা এতেক রোষ
কঠিন হৃদয় কি কারণে।
তরু পশু পক্ষিগণে কহে রামা তার সনে
কোন্ পথে গেছে মোর নল।
পতি বিনা আমি আর্ত্তা † যদি কেহ জান বার্ত্তা
স্বরূপ বচন মোরে বল।

* ভানু—সূর্য্য। † আর্ত্তা—কাতরা।

নিদ্রায় আকুল আমি ত্যজে গেল মোর স্বামী
নিষ্ঠুর হইয়া প্রাণপতি।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় গৌরীগুণ সুধাময়
কৃপা কর মোরে ভগবতী॥

সর্পসম্মুখে দময়ন্তীর উপস্থিতি।

ধূয়া—অনুগত জনে এত কেন গো কঠিন।
তোমা বিনা নাহি জানি সদা রাত্রি দিন॥

(পয়ার)।

এইরূপে দময়ন্তী কাঁদে বহুতর।
কণ্টক কানন শৈল ভ্রমে নিরন্তর॥
ক্ষণে ভূমিতলে পড়ে প্রাণে নাহি স্থির।
কণ্টকে শরীর ক্ষত বহিছে রুধির॥
ক্ষণেক অজ্ঞান হয় ক্ষণেক কাতর।
ক্ষণে ভূমিতলে পড়ে ধূলায় ধূসর॥
ক্ষণে ডাকে প্রাণনাথ কোথা গেলে ত্যজি।
তোমার বিহনে বনে মরি আমি আজি॥
কিছু নাহি দেখে রামা ধায় ঊর্দ্ধমুখে।
হেনকালে অজগর * ভুজঙ্গ সম্মুখে॥

* অজগর—অতি বৃহৎ সর্প অর্থাৎ যে অজ 'ছাগ'কে গিলিতেও সমর্থ।

ভুজঙ্গ দেখিয়া দাঁড়াইল নৃপাঙ্গনা।
গ্রাসিতে চলিল ফণী বিস্তারিয়া ফণা॥
তর্জ্জন গর্জ্জন দেখি কম্পিতা কামিনী।
মোর জন্য ফণিরূপ বিধাতা আপনি॥
ভুজঙ্গে আমাকে খায় নাহি তাতে খেদ।
মরণ সময় নাথ হইল বিচ্ছেদ॥
কি দোষ আমার ছিল কেন না কহিলে।
বিনা দোষে অবলারে কাননে বধিলে॥
এই কি তোমার মনে ছিল প্রাণনাথ।
বধিলা কানন মাঝে আনি একসাথ॥
তোমার বিচ্ছেদ-বিষে জর জর কায়।
নহেক অধিক খেদ অজগরে খায়॥
হেনকালে এক ব্যাধ হেরিল গোচরে।
পরম রূপসী কন্যা খায় অজগরে॥
ধনুকে জুড়িয়া শর ব্যাধ * বলবান্।
ভুজঙ্গ কাটিয়া বাণে কৈল খান খান॥
ভুজঙ্গ কাটিয়া ব্যাধ হরষিত মন।
দ্বিজ রামচন্দ্র কবি করিল রচন॥

---

* ব্যাধ—শীকারী অর্থাৎ পশু পক্ষীর মাংস বিক্রয় যাহাদের উপজীবিকা।

ব্যাধকর্ত্তৃক দময়ন্তীর রূপবর্ণনা।

(ত্রিপদী)।

কহে ব্যাধ হাসি হাসি কে তুমি কাননে আসি
রূপে তোর বন কৈল আলো।
কাহার হিয়ার পাখী, তোমারে হেরিয়া আঁখি
না আইল ফিরে এত ভাল।
হেরে তোর মুখ ছাঁদ বুঝি কলঙ্কিত চাঁদ
কমলিনী সলিলে প্রবেশে।
কিবা তোর কেশ পাশে নবীন নীরদ * হাসে
চাতক চাতকী কর্ণদেশে।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অনুতাপে ত্যজি ক্ষেত্র
কুরঙ্গিনী † কাননে নিবাসে।
কামের কুসুমবাণে পলকে পলকে হানে
পুরুষের মন মৃগ-আশে।
কিবা দশনের ‡ রুচি জিনিয়া দাড়িম্ব শুচি
অধর বিফল পক্ক বিম্ব।
হেরে কুচযুগ উচ্চ আপনারে করি তুচ্ছ
পক্ককালে বিদরে দাড়িম্ব।
কিবা করতলাম্বুজ মৃণালে শোভিত ভুজ
সেই তাপে মৃণালে কণ্টক।

* নীরদ—মেঘ। † কুরঙ্গিনী—হরিণী, কুরঙ্গী—শুদ্ধ।
‡ দশন—দন্ত।

মধুর বচন ব'লে ক্ষিতিমাঝে নাহি তুলে
কোকিল পাইল অতিশোক।
তোর নাভিসরোবরে মদন প্রবেশ করে
নাহি তার উঠিতে শকতি।
হেরে তোর ক্ষীণ মাজা আপনি মৃগের রাজা
লাজ পেয়ে বনমাঝে গতি।
তোমার গমন হেরি গজেন্দ্র লুকায় গিরি *
রাজহংস প্রবেশিল নীর।
সফল রম্ভার তরু হেরিয়া সুন্দর উরু
পককালে অজয়ে শরীর।
কি কব রূপের বর্ণ শ্যামল অমল স্বর্ণ
চম্পককুসুম মধুহীন।
হরিনাভি গ্রামে ধাম দ্বিজ রামচন্দ্র নাম
কৃপা কর আমি অতিক্ষীণ।

অথ ব্যাধের পরিহাস কথা।

(পয়ার)।

হেরিয়া তোমার রূপ ভুলিল নয়ন।
মোর সঙ্গে কহ কথা ফিরায়ে বদন॥

* গিরি—পর্ব্বতে।

আমার নিবাসে* চল ভ্রম অকারণে।
পরম আনন্দে তোরে রাখিব যতনে ॥
হৃদয় মাঝারে থোব হইব কিঙ্কর।
যখনি করিবে আজ্ঞা করিব সত্বর ॥
আমার প্রেয়সী ভার্য্যা সংপ্রতি বিয়োগ।
অশেষ কুরঙ্গ মারি না হয় সম্ভোগ ॥
কুরঙ্গ শশক মারি পক্ষী মারি সাটে।
হেন জন নাহি মাংস বেচে নিয়া হাটে ॥
আপনি বধিয়া জন্তু বেচিনু লইয়া।
অনেক মূল্যের দ্রব্য লয় অল্প দিয়া ॥
মারিব কুরঙ্গ বহু তুমি বেচ বসি।
দ্বিগুণ হইল লাভ শুনগো রূপসী ॥
অকারণ বনে বনে ভ্রম একাকিনী।
এস প্রিয়ে মোর ঘরে করিব গৃহিণী ॥
ব্যাধের স্বভাব দেখি কলসীমন্তিনী।
মাথায় পড়িল বজ্র কাঁপে তনুখানি ॥
ব্যাধের নিকটে রামা করে নিবেদন।
তুমি মোর পিতা না কহিও কুবচন ॥
কুপিয়া কহিছে ব্যাধ শুন কহি হিত।
উচিত বচনে কেন ভাব বিপরীত ॥

*নিবাসে—গৃহে।

আপনার ঠাঁই রাখ আপনার মান।
ধনুকে বাঁধিয়া লব কে করিবে ত্রাণ॥
বিকট-আকৃতি ব্যাধ ঘন ঘন কাঁপে।
ঝড়ে কদলীর তরু যেন রামা কাঁপে॥
ভুজঙ্গে খাইত মোরে সেই ছিল ভাল।
পড়িয়া ব্যাধের হাতে গেল পরকাল॥
আমার কপালে এত ছিল অপকর্ম্ম।
কে রাখিবে আজি মোর পতিব্রতা-ধর্ম্ম॥
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে রক্ষা কর মোরে।
কৃপা করি কর পার বিপদ্-সাগরে॥
অভয়া-চরণে যদি থাকে নিষ্ঠামন।
যদ্যপি আমার থাকে পতির সেবন॥
সাক্ষী থাক চন্দ্র সূর্য্য আর দেবগণ।
বিনা দোষে ধর্ম্ম লভে ব্যাধের নন্দন॥
দিবা রাত্রি চন্দ্রে সূর্য্য যদি হও সত্য।
মোর শাপে ভস্ম হবে ব্যাধের অপত্য* ॥
অব্যর্থ সতীর বাক্য না হয় খণ্ডন।
তখনি হইল ভস্ম ব্যাধের নন্দন॥
পতিতপাবনি! পাদপদ্মে দে মা স্থান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান॥

---

* ব্যাধের অপত্য—ব্যাধের সন্তান।

(ত্রিপদী)।

ব্যাধ হইল ভস্মময় কিঞ্চিৎ ঘুচিল ভয়
বনে বনে বেড়ায় ভ্রমিয়া।
অর্দ্ধ বস্ত্র অঙ্গে পরা জীবনে সমান মরা
চেতনারহিত নলপ্রিয়া।
কতেক সাধুর পুত্র ব্যবসা-কারণ সূত্র
বনপথে করিছে গমন।
সমুখে নলের দারা নিকটে চলিল তারা
পরিচয় মাগে সাধুগণ।
স্বরূপ বচনে কবে বুঝি দিক্ হারাহবে
বনমাঝে ভ্রম একাকিনী।
নাহি লোকজন সঙ্গে অর্দ্ধ বস্ত্রমাত্র অঙ্গে
কার কন্যা কাহার কামিনী।
ব্যাধের স্বভাবে ভীতা তাতে অতিসশঙ্কিতা
কহে রামা করুণা করিয়া।
কি কব মনের তাপ সকলেরে বলি বাপ
যদি দেহ পথ দেখাইয়া।
এই হিত কর সবে দ্বিগুণ ব্যবসা হবে
আশিষ করিব নিরন্তর।
সাধুসুত শুনে বাণী কহিলা বিনয়ে জ্ঞানী
এস মাগো দেখার নগর।

চলে রামা পাছে পাছে　　　সুবাহু-নগর কাছে
উপনীত সাধুর সহিত।
দেখাইয়া সেই রাজ্যে　　　সাধু গেল নিজ কার্য্যে
রামচন্দ্র বিরচিল গীত॥

সুবাহু-নগরে দময়ন্তীর স্থিতি।

ধূয়া—দয়া কর গো দয়াময়ি! এবার দীনে।
এ ভব পাঁথার　　　না জানি সাঁতার
কেবা করে পার তোমা বিনে॥

(পয়ার)।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া রামা নগরে প্রবেশে।
অম্বর নাহিক অঙ্গে পাগলিনী-বেশে॥
লোচনের নীরে রামা ভাসে অবয়ব।
ধূলায় ধূসর তনু নাহিক প্রভব* ॥
মনে মনে দময়ন্তী কৈল বিবেচনা।
শুনেছি আমার মাসী সুবাহু-অঙ্গনা† ॥
তাঁহার নিকটে যাই যদি রাখে মোরে।
নতুবা মাগিয়া খাব নগরে নগরে॥
এত ভাবি নলকান্তা করিল গমন।
ধূলায় ধূসর তনু মলিন বদন॥

* প্রভব—বল।　　† সুবাহু-অঙ্গনা—সুবাহুর মহিষী।

অর্দ্ধবস্ত্র অঙ্গে পরা আলুলিত কেশ।
রাজবহির্দ্বারে রামা গেল অবশেষ॥
ভস্মে আচ্ছাদিত যেন সুবর্ণের লতা।
দাসীমুখে ইলাবতী শুনিল বারতা॥
ডাকিয়া আনিল তবে ভিতরমহলে।
জিজ্ঞাসা করিল রাণী পরিচয়-ছলে॥
কাহার নন্দিনী তুমি কাহার গৃহিণী।
কেন পাগলিনীবেশে ভ্রম একাকিনী॥
কৃতাঞ্জলি করিয়া নলের কান্তা কয়।
আছিলাম আমি এক পাগল-আলয়॥
নলের প্রেয়সী ভার্য্যা দময়ন্তী নারী।
তাহার সঙ্গের সঙ্গী ছিনু সহচরী॥
পতি সঙ্গে গেল সখী ত্যজে রাজ্য-আশা।
পুষ্কর আমার শেষে করিল দুর্দ্দশা॥
যদি মোরে রাখ মাগো হব আমি দাসী।
শুনেছি সখীর নাকি তুমি হও মাসী॥
ইলাবতী কহে মাগো তুমি মোর কন্যা।
আমার আলয়ে থাক সবাকার মান্যা॥
সুনন্দা আমার কন্যা তার কাছে থাক।
কনিষ্ঠা ভগিনী তুল্যা সদা তারে দেখ॥
রহিল নলের কান্তা সুবাহু-নিবাস।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস॥

অথ নলের রোদন।

(ত্রিপদী)

হেথা নল নরপতি কিছু দূর কৈল গতি
দময়ন্তী-শোকেতে আকুল।
কি করিনু হায় হায় ত্যজিয়া আইনু কায়
এতেক আমার স্থূল ভুল।
নহেত সামান্য কন্যা দেবতা তাহার জন্যে
পৃথিবী-মণ্ডলে অধিষ্ঠানে।
না ভজিল দেবগণে মজিল আমার সনে
তাহাকে ত্যজিনু কোন প্রাণে।
অনশন* তিন দিন ক্ষুধায় শরীর ক্ষীণ
তাহে নিদ্রাযুক্তা পতিব্রতা †।
পাষাণে আমার হৃদি নির্ম্মাণ করিল বিধি
না লইনু তাহার বারতা।
রোদন করিয়া নল ফিরে গেল সেই স্থল
দময়ন্তী নাহিক তথায়।
চারি দিক্ দেখে শূন্য সকল শরীর ক্ষুণ্ণ
ভূমণ্ডলে পড়িয়া লোটায়।

* অনশন—অনাহার।

† পতিব্রতার লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা ;—
আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

করে বহুতর খেদ হৃদয় হইল ভেদ
আমা সম না দেখি নিষ্ঠুর।
জলে কিংবা স্থলে মরি তবে দুঃখ পরিহরি
শোকের কিঞ্চিৎ করি দূর।
জলেতে ডুবিতে যায় দৈববাণী হৈল তায়
রমণী পাইবে পুনর্ব্বার।
তথা দৈববাণী শুনি স্থিরতর নৃপমণি
চন্দ্রে কহে গীত অভয়ার।

অথ কর্কটের সহিত নলের কথা।

রাগিণী খাম্বাজ,—তাল একতালা।

ধূয়া—কত দুঃখ দিবে গো জননী এবার ভবে।
এ ভব সংসার সকলি অসার
কিরূপে নিস্তার বল পাবে।

(পয়ার)।

দৈবের বচন শুনি নৃপতি সুস্থির।
অনিবার দুনয়নে বহে ধারা নীর॥
দাবানল-মাঝে পড়ি অহি* কর্কটক।
ত্রাহি ত্রাহি করে ফণী নাহিক রক্ষক॥

* অহি—সর্প।

নলরাজ রক্ষা করে তবে রক্ষা পাই।
নতুবা অনলমাঝে আজি মরে যাই ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নল সেই স্থানে যায়।
আপনার নাম শুনে চারিদিকে চায় ॥
জিজ্ঞাসা করিল রাজা কেটা ডাক মোরে।
কি কারণে পড়িয়াছ অনল-ভিতরে ॥
ফণী কহে কেটা তুমি চাহ পরিচয়।
অনুমানে বুঝি হবে নল গুণময় ॥
কর্কটক নাম মোর জেতে বিষধর*।
নারদের শাপে মরি অনল ভিতর ॥
রাজা কহে খল সর্প চিরকাল আছে।
সাধিয়া আপন কার্য্য মোরে দংশ পাছে ॥
রাজার বচনে ফণী কহে বারম্বার।
ভয় নাই তোমার করিব উপকার ॥
পরক্লেশ† পুণ্যশ্লোক সহিতে না পারে।
লম্ফ দিয়া পড়ে গিয়া অনল-ভিতরে ॥
ভুজঙ্গ‡ করিয়া কোলে বাহিরে আইল।
দেখিয়া উত্তম স্থান তথায় রাখিল ॥
ভুজঙ্গ রাখিয়া রাজা স্থানান্তরে যায়।
পশ্চাতে থাকিয়া অহি দংশে তার পায় ॥

* বিষধর—নাগ, সর্প।

† পরক্লেশ—অন্যের দুঃখ   ‡ ভুজঙ্গ—সর্প।

মলিন হইল বিষে নরেশ-শার্দ্দূল।
থাকি নল-দেহে কলি হইল আকুল॥
পতিতপাবনি! পাদপদ্মে দে মা স্থান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণ গান॥

(ত্রিপদী)।

বিষের জ্বালায় ভূপ মলিন হইল রূপ
বিধুন্তুদ* গ্রাসে উড়ুপতি†।
রাজা কহে ওরে খল দিয়েছ উচিত ফল
তোকে দিয়া জীবন আরতি।
সাধিয়া আপন কর্ম্ম প্রকাশিলা নিজ ধর্ম্ম
মোর অঙ্গে করিলা দংশন।
কুক্কুর তোমার ভাব হইল আমার লাভ
অবশেষে যায় কি জীবন।
পুরাণে বিদিত আছে অবিশ্বাসী জন কাছে
বিশ্বাসিলে জীবনে বিষাদ।
ভুজঙ্গবাহিনী সীতা পরের হিংসায় রতা
অবশেষে ঘটায় প্রমাদ।
মিনতি বচনে ফণী কহে শুন নৃপমণি
মিছা মোয়ে কর তিরস্কার।
অকারণে কর খেদ তুমি না হইবা ছেদ‡
মোর দংশে হবে উপকার।

* বিধুন্তুদ—রাহু। † উড়ুপতি—চন্দ্র। ‡ ছেদ—বিনষ্ট।

তোমার শরীরে কলি সতত মরিবে জ্বলি
কালকূট বিষের জ্বালায়।
মলিন আকার হবে যেখানে আপনি রবে
চিনিতে না পারিবে তোমায়।
হইলে পরমসখা তোমা সঙ্গে হবে দেখা
ত্যজিবে তোমাকে যথা কলি।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় গৌরীগুণ সুধাময়
দুর্গাপদে থাক মন অলি।

(পয়ার)।

বিনয় বচনে কয় নল নৃপবর।
আমার দুঃখের হেতু জান বিষধর॥
প্রবেশিল মোর দেহে কি কারণে কলি।
স্বরূপ বচনে কহ করি কৃতাঞ্জলি॥
অহি কহে শুন রাজা আমার বচন।
ভীমসুতা স্বয়ম্বরা হইল যখন॥
বিদর্ভনগরে* যায় কলি দুরাচার।
পথেতে শুনিল কন্যা হইল তোমার॥
তব পাছে পাছে কলি থাকে কত কাল।
পাইল কিঞ্চিৎ পাপ শুন মহীপাল॥
করিয়া প্রস্রাব ভ্রমে না লইলে জল।
সেই পাপে তব অঙ্গে কৈল কলি বল॥

* বিদর্ভ—বর্ত্তমান নাগপুর প্রদেশ।

পুষ্করে আনিল কলি স্বভাবতঃ ক্রূর।
কপটে হারায় রাজ্য ত্যজ নিজ পুর॥
ভার্য্যার সহিত যদি গেলা বনবাসে!
তথাপি নাহিক কলি ছাড়ে তুয়া পাশে॥
হেনরূপে সম্মুখে রহিল কলিবর।
তার অঙ্গে ফেলে দিলে অঙ্গের অম্বর॥
লয়ে গেল বস্ত্র তাহে ব্যাকুল হইলে।
প্রিয়ার অঞ্চলখানি আপনি পরিলে॥
নিদ্রা যায় দময়ন্তী পরা এক বস্ত্র।
সমুখে হইল কলি দিব্য এক অস্ত্র।
অস্ত্র লয়ে সেই বস্ত্র করিলা ছেদন।
ফেলিয়া কাননে প্রিয়া ভ্রম বনে বন॥
কাতরে ভূপতি কহে তুমি দেব-অংশ।
কহ কত দিনে হবে মোর পাপধ্বংস॥
কিরূপে পাইব প্রিয়া ভীমের কুমারী।
স্বরূপ বচনে বল তুয়া পায় ধরি॥
কলি কহে শুন শুন না হবে ভাবিত।
নিজরাজ্য নিজপ্রিয়া পাইবে ত্বরিত॥
কিছু কাল থাক গিয়া অযোধ্যানগরে।
কলির নাহিক ভয় সেই অধিকারে॥
সর্পের বচন শুনি নরেন্দ্র ভূপতি।
প্রণাম করিল তারে লোটাইয়া ক্ষিতি॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে নল গেল স্থানান্তর।
দ্বিজ রামচন্দ্র কহে শুন তারপর॥

নলের ঋতুপর্ণনিবাসে স্থিতি।

(ত্রিপদী)।

বনে বনে নল ভ্রমে চলিলেন ক্রমে ক্রমে
অযোধ্যানগরে উপনীত।
তথি ঋতুপর্ণ রাজা মহান্ দোর্দণ্ড-তেজাঃ
শান্ত দান্ত সুশীল চরিত।
পণ্ডিতমণ্ডলী সভা কি বা চতুর্ব্বর্ণ-ভবা
শাস্ত্রের প্রসঙ্গ রাত্রি দিন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য পঞ্জিকা শুনেন সদ্যঃ
আর কত বসিয়া প্রবীণ।
নৃত্য করয়ে নিত্য আসে পাশে থাকে ভৃত্য
চামরের করে সমীরণ।
শ্বেতচ্ছত্র শিরে ধরে বন্দিগণ* স্তব করে
সুরপুরী যেন ময়বান।
হেনকালে নলরাজ আইল সভার মাঝ
ছিন্ন বস্ত্র মলিন আকার।
দেখি ঋতুপর্ণ রায় নিকটে ডাকিল তায়
জিজ্ঞাসা করিল সমাচার।

* বন্দিগণ—স্তুতিপাঠক সমূহ।

আইস সভায় মোর কোথায় নিবাস তোর
কিবা নাম হবে কোন্ জাতি।
যদি জিজ্ঞাসিলা নলে কহে পরিচয় ছলে
শুন রাজা আমার মিনতি।
ছিলাম নলের রাজ্যে নিযুক্ত সারথ্য-কার্য্যে
সূতজাতি নামেতে বাহুক।
নল রাজা গেল বনে পুষ্কর আমার সনে
দ্বন্দ্ব করি করিল বিমুখ।
তুমি রাখ তবে থাকি যত অশ্বগণ রাখি
সারথি আমার তুল্য নাই।
চালাইলে আমি রথ অনেক দিনের পথ
মনে করি ছয় দণ্ডে যাই।
বাহুকের কথা শুনি হরষিত নৃপমণি
আশ্বাসিল অশ্বের শিক্ষায়।
দ্বিজ রামচন্দ্র নাম হরিনাভি গ্রামে ধাম
শ্রীদুর্গামঙ্গল রস গায়॥

অথ নলের বিরহ।

রাগিণী সুরাট মল্লার,—তাল খয়রাপাতি।

ধূয়া—দীন দয়াময়ি! দীনে করগো দয়া।
তোমার তনয় না দিলে আশ্রয়
বল কিসে তরি হরজায়া॥

(পয়ার)।

এখানে সুবাহু-ঘরে নলকান্তা থাকে।
নরেন্দ্র ভূপতি নল অশ্বগণ রাখে॥
এক দিন প্রিয়াশোকে নৃপতি চঞ্চল।
পূর্ণিমার শশী নিশি গগনমণ্ডল॥
কাতর হইল নল নাহি বশ তনু।
শশীর কিরণ যেন লাগিছে কৃশানু॥
স্থিরতর নহে প্রাণ হইল ব্যাকুল।
উপবনে গেল রাজা কিবা স্থূল ভুল॥
চন্দ্রমা হেরিয়া কহে শুন দ্বিজরাজ।
প্রিয়ার বদন চুরি কৈলা একি কায॥
শুন রে কলঙ্কী শশী কি কহিব তোরে।
ত্বরিতে পড়িবে তুমি রাহুর গোচরে॥
কোকিলের রব শুনি হৃদে লাগে ব্যথা।
কেমনে করিলে চুরি সুমধুর কথা॥
কি আর কহিব তোরে শুন পিক স্থির।
কাকের উচ্ছিষ্টে বাড়ে তোমার শরীর॥
জানিয়ে বিক্রম তোর তুই ভাল ষাড়।
এ সব ঘুচিবে গর্ব্ব আসুক আষাঢ়॥
বিম্বক* হেরিয়া রাজা বিষম কাতর।
কিরূপে করিলে চুরি প্রিয়ার অধর॥

* বিম্বক—অর্থে এখানে পাকা তালাকুচ।

কি আর অধিক শাপ দিব রে তোমারে।
জীবের অখাদ্য তুমি হইবে সংসারে॥
কুন্দবৃন্দ হেরিয়া দশন পড়ে মনে।
প্রিয়ার দশন লয়ে লুকায় কাননে॥
কি আর অধিক তোরে দিব অভিশাপ।
বসন্তের আগমনে পাবে মনস্তাপ॥
ইন্দীবর হেরিয়া করেন হায় হায়।
নয়ন খঞ্জন লয়ে সলিলে লুকায়॥
ইহার উচিত পাবে আসুক শিশির।
কেমনে সলিলে রবে শুকাইলে নীর॥
কলঙ্কী-কুসুম হেরি মনে ভাবে রাজা।
প্রিয়ার করিল চুরি এই জল মাঝা॥
যেমন কর হে চুরি কি কহিব আর।
পূজায় অগ্রাহ্য তুমি হবে দেবতার॥
নাসিকা করিল চুরি বুঝি তিলফুল।
হেরিয়া ভূপতি অতি হইল ব্যাকুল॥
জন্মিয়া পবিত্র কুলে শিখিয়াছ চুরি।
এই জন্য পূজায় অগ্রাহ্য হয় তোরি॥
শিরীষকুসুমে অনুমানে মহীপাল।
লয়েছ রামার এই বুঝি কেশপাল॥
বসন্তনিকটে থাক চামর ঢুলায়।
ধিক্ ধিক্ তার ঠেকিয়াছি তোর দায়॥

দাড়িম্ব হেরিয়ে রাজা অবশ হইল।
কুচকুম্ভ চুরি করি কেমনে আইল॥
শুন রে দাড়িম্ব বলি তুই কুচচোর।
সুপক্ক হইলে যেন হৃদি ফাড়ে তোর॥
চম্পককুসুম হেরি মোহ পায় ভূপ।
নিশ্চয় করেছ চুরি কামিনীর রূপ॥
নিষ্ঠুর চম্পক চোর তোরে আমি বলি।
তোমার নিকটে যেন নাহি যায় অলি॥
রামরম্ভা দেখিয়া ভাবেন উরুদেশ।
কহিতে লাগিলা ক্রোধে নৈষধনরেশ॥
পাকিলে তোমার ফল ত্যজিবে শরীর।
বলিতে বলিতে নৃপ হইল অস্থির॥
নানা স্থানে হেরি নিজ প্রিয়ার উপমা।
সকলে করিলা চুরি মোর প্রিয়তমা॥
এইরূপ বিহ্বল হইয়া থাকে নল।
রামচন্দ্র কহে দুর্গাপদে দিবে স্থল॥

(ত্রিপদী)।

এখানে নলের ভার্য্যা রাহল সুবাহু-রাজ্যে
ইলাবতী মাসীর নিকটে।
যার শত শত ভৃত্য সে করে দাসীর বৃত্ত
কি জানি কখন কিবা ঘটে৭

নরেন্দ্র ভূপতি লাগি সতত দুঃখের ভাগী
কাতর যে বিচ্ছেদ-অনলে।
কত দিনে পাব কান্ত* জীবন হইবে শান্ত
তোমার বিহনে হৃদি জ্বলে।
ব্যাকুল সতত চিত্ত এইরূপ ভাবে নিত্য
রবি বিনে যেন কমলিনী†।
সুবাহু রাজার কন্যা সুনন্দা সুশীলা ধন্যা
দময়ন্তী তাহার সঙ্গিনী।
সুনন্দা খাইতে পায় অর্দ্ধভাগ দেয় তায়
প্রাণের অধিক ভালবাসে।
যেন এক গর্ভে জন্ম শয়ন ভোজন কর্ম্ম
করে রামা তাহার সকাশে।
নহে যেন ভিন্ন দেহ বাড়িল রাণীর স্নেহ
দুই কন্যা যেন গর্ভজাতা।
মা বলিয়া রামা ডাকে সতত নিকটে থাকে
পালন করয়ে যেন মাতা।
এইরূপে দময়ন্তী নাহিক নলের শান্তি
নল বিনা মনে মনে দহে।
দ্বিজরামচন্দ্র কয় গৌরীগুণ সুধাময়
উমাপদে যেন মন রহে॥

কান্ত—প্রিয়তম স্বামী। † কমলিনী—পদ্মিনী।

অথ নবমীব্রত।

ধুয়া।—আরে মনরে আমার

আসার সুসার ভাবি তুঁহু কৈলে সার
মায়াজালে হলি বন্দী জাননা তাহার ফন্দি
সঙ্গে কিছু না পাবি তাহার।
কেন মিছে মিছে সর এখন উপায় কর
উমাপদ হৃদে ধর পাইবে নিস্তার॥

(পয়ার)।

থাকিল নলের কান্তা সুবাহুনিবাস।
নলের লাগিয়া চিত্ত সদাই উদাস॥
একদিন শুন সবে অপূর্ব্ব কাহিনী।
আশ্বিনেতে শুক্লপক্ষ শ্রীদুর্গানবমী॥
কুলবধূ কুলকন্যা আর দ্বিজাঙ্গনা।
করিতে নবমীব্রত অভয়া-অর্চ্চনা॥
চন্দ্রভাগা নদীতীরে সবে উপনীত।
সুনন্দা চলিল তার সঙ্গে পুরোহিত॥
নলসীমন্তিনী তার সঙ্গে সঙ্গে যায়।
চন্দ্রভাগানদী কুলে দেখিবারে পায়॥
দিয়া জয় হুলাহুলি করয়ে অর্চ্চনা।
করপুটে জিজ্ঞাসিল নলের অঙ্গনা* ॥

* অঙ্গনা—স্ত্রী।

কিবা ফলহেতু কোন্ ব্রত কর সবে।
অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কবে॥
কন্যাগণ কহে রামা শুন সমাচার।
শ্রীদুর্গানবমীব্রত পূজা অভয়ার॥
হারা পতি পুত্র পায় দরিদ্রের ধন।
বন্ধ্যার অপত্য হয় পাপবিমোচন॥
অন্তকালে গৌরীলোকে তাহার নিবাস।
শুন কন্যা অভয়ার ব্রতের প্রকাশ।
কহে রামা ব্রত করি অন্য নাহি চাই।
সকলে কল্যাণ কর হারা পতি পাই॥
কুলকন্যা সঙ্গে রামা ব্রত আরম্ভিল।
পুষ্প আসি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সবে দিল॥
বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি জয় হুলাহুলি।
অভয়া-অর্চ্চনা করে যত নারী মেলি॥
সকলে প্রার্থনা করে মনোনীত ফল।
ভৈমীর কাঙ্ক্ষনা মনে শীঘ্র পাই নল॥
পূজা করি জিজ্ঞাসিল নলসীমন্তিনী।
কি রূপ আচার কর শুনি সে কাহিনী॥
ব্রতের নিয়ম সবে কহে তার পাশে।
এরূপে করিবে পূজা প্রতি মাসে মাসে॥
অষ্টমীদিবসে হবে নিরামিষ্যভোজী।
পরদিনে পাপহারী দুর্গাপদ পূজি॥

অথবা হবিষ্য করি করিবে সংযম।
নবম বৎসরাবধি ব্রতের নিয়ম ॥
ভোজন করাবে শেষে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ।
ব্রতান্তে দক্ষিণা দিবে রজত কাঞ্চন ॥
ব্রতের নিয়ম শুনি ভীমের কুমারী।
সুবাহু-নিবাসে গেলা সঙ্গে সহচরী ॥
অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস ॥

অথ দয়মন্তীর উদ্দেশ।

ধূয়া। দয়াময়ী বিনা দীনে কে পূরায় কামনা।
নাহি জানি ভক্তি স্তুতি নাহি জানি সাধনা ॥

(পয়ার)।

ব্রত ফলে অবনীতে আইল ভবানী।
নিদ্রা যায় নিশিযোগে ভীমের গৃহিণী ॥
ধরিয়া কন্যার রূপ দেখান স্বপন।
শুন মাগো কেমন কঠিন তোর মন ॥
বিবাহ আমাকে দিলে নলরাজা সনে।
একবার জন্যে নাহি কর অন্বেষণে ॥
কি কব দুঃখের কথা আমার বিগতি।
পাশায় হারিয়া রাজ্য নরেন্দ্র ভূপতি ॥

রাজ্য ত্যজি মোর সঙ্গে প্রবেশিল বনে।
ত্যজিল আমাকে পতি রাখিয়া কাননে॥
স্বপ্ন দিয়া ভগবতী হৈল অন্তর্ধান।
রাণীর ভাঙ্গিয়া নিদ্রা ঝোরে দুনয়ন॥
প্রভাতে উঠিয়া রাণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
রাজার নিকটে গিয়া কহে বিনাইয়া॥
জামাতা পাশায় হারি কন্যার সহিত।
গিয়াছে কাননে নাকি হইয়া দুঃখিত॥
কোথা গেল কন্যা মোর কোথায় জামাতা।
অনেক পাঠাও লোক জানিতে বারতা॥
রাণীর বচনে ভীমসেন নরপতি।
উদ্দেশে উদ্যোগ তবে কৈল শীঘ্রগতি॥
সুদেবনামেতে এক ব্রাহ্মণসন্ততি।
দেশ দেশান্তরে তার আছে গতিবিধি॥
ডাকিয়া আনিল দ্বিজে নরেন্দ্র ভূপতি।
মিনতিপূর্ব্বক তারে করিল প্রণতি॥
যদ্যপি করিতে পার এক কর্ম্ম মোর।
অশেষ ঐশ্বর্য্য দিব নাহি তার ওর॥
আমার নন্দিনী দময়ন্তী পতিব্রতা *।
ত্বরিতে আনিবে প্রভু তাহার বারতা॥

পতিব্রতা—পতিগতপ্রাণা।

রাজার বচনে দ্বিজ হইয়া বিদায়।
অশেষ বিশেষ নানা দেশে দেশে যায় ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ মল্লদেশ।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমে দ্বিজ নাহি অবশেষ ॥
অভয়ার পাদপদ্মে মধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস ॥

(পয়ার)।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দ্বিজ উপনীত শেষে।
যে দেশে ভীমের কন্যা আছে ছদ্মবেশে ॥
অন্যমাসে নলকান্তা সুনন্দা সহিত।
চন্দ্রভাগানদীতীরে পুনঃ উপনীত ॥
হেনকালে স্নানহেতু দ্বিজ ধীরে ধীরে।
উপনীত হইল আসি চন্দ্রভাগাতীরে ॥
দেখিলা সুদের কতগুলা কুলকন্যা।
নদীতীরে উপনীত কোন ব্রত জন্যে ॥
তাঁর মাঝে এক কন্যা পরমরূপসী।
মেঘে আচ্ছাদিত যেন শরদের শশী ॥
দীনা ক্ষীণা মলিনা কৃশাঙ্গী কামছবি।
কমল মুদিত যেন অস্তগত রবি ॥
ভীমের কুমারী হবে করিল নিশ্চয়।
তাহার নিকটে গিয়া দ্বিজবর কয় ॥

ভয় করি কহিতে না পারি মাগো ত্রাসে।
কাহার নন্দিনী তুমি বল মোর পাশে॥
ভীমের কুমারী হবে করি অনুমান।
স্বরূপ বচন বল আমা বিদ্যমান॥
শুনিয়া দ্বিজের বাক্য দময়ন্তী কয়।
কোথা হইতে আসি তুমি চাহ পরিচয়॥
দ্বিজ কহে শুন মাগো বিদর্ভে বসতি।
ভীমসেন নরপতি তাহে অবস্থিতি॥
তাহার জামাতা নল হারিয়া পাশায়।
রাজ্য ত্যজি ভার্য্যা সঙ্গে কোন্ দেশে যায়॥
তাঁর অন্বেষণে আমি ভ্রমি নানাদেশ।
তোমার নিকটে মাগো আসি অবশেষ॥
জনক পড়িয়া মনে দময়ন্তী কাঁদে।
জিজ্ঞাসা করিল দ্বিজ কুশল সংবাদে।
নলের গৃহিণী বটে ভীমের নন্দিনী।
এত দিনে স্মরিল কি জনক জননী॥
অভাগিনী কন্যা বলি মোর আছে মনে।
তোমাকে পাঠান প্রভু মোর অন্বেষণে॥
পিতার নিবাসে যাব নাহি বিলম্বন।
মাসীকে বলিয়া আসি করিব গমন॥
এত বলি মাসীর নিকটে রামা যায়।
শ্রীদুর্গামঙ্গল দ্বিজরামচন্দ্র গায়॥

(ত্রিপদী)।

শুনিলা তাহার মাসী যে জন আছিল দাসী
দাসী নহে ভীমের দুহিতা।
ভীমের প্রেরিত লোকে লইতে আইল তাকে
দময়ন্তী নলের বনিতা।
মুক্তকেশী ঊর্দ্ধমুখা দময়ন্তীসনে দেখা
কহিতে চলিলা ইলাবতী।
দময়ন্তী কাছে গিয়া দুটী কর করে দিয়া
কহে রাণী করিয়া মিনতি।
ছলনা করিয়া মোরে আছিলা আমার ঘরে
আমি তোর মায়ের ভগিনী।
কত করিয়াছি দ্বন্দ্ব* কত মা বলেছি মন্দ
কি বলিবে তোমার জননী।
তুমি রাজ্যেশ্বরী রমা† অপরাধ কর ক্ষমা
যে অবধি আছ মোর ঘরে।
উজ্জ্বল সংসারে সুখ রাজ্যে কার নাহি দুখ
খেদ বড় রহিল অন্তরে।
দময়ন্তী কহে মাসী রেখো মাগো মনে বাসি
সুখে ছিলাম তোমার আলয়।
এই কর আশীর্ব্বাদ পুনঃ মোর হয় সাধ
পাই যেন নল গুণময়।

* দ্বন্দ্ব—কলহ। † রমা—লক্ষ্মী।

এতেক বলিয়া সতী করিয়া মিনতি অতি
প্রণমিলা মাসীর চরণে।
হরিনাভিগ্রামে ধাম দ্বিজরামচন্দ্র নাম
শ্রীদুর্গামঙ্গল রস ভণে॥

ধূয়া। আমি যাই মাগো জনক-আলয়।
অনুগত বলে মোরে মনে যেন রয়॥

(পয়ার)।

প্রণাম করিয়া রামা মাসীর চরণে।
বিদায় হইতে গেলা সহচরী সনে॥
সুনন্দা কান্দিয়া কহে কোথা যাবি সই।
তোমাকে নাহিক দেখে প্রাণে হারা হই॥
সঙ্গের সঙ্গিনী কান্দে পড়িয়া ধূলায়।
নলকান্তা কহে আমি আসিব ত্বরায়॥
সহচরী সঙ্গে রামা হইয়া বিদায়।
সুদেব সহিতে রামা পিত্রালয়ে যায়॥
বিদর্ভনগরে উপনীত ক্রমে ক্রমে।
প্রণাম করিল আসি পিতার চরণে॥
নিরুদ্দেশ দময়ন্তী হইল উদ্দেশ।
রাজার রমণী ধায় মুক্ত হইয়া কেশ॥
কতক্ষণে পাব দেখা মনে হবে শান্তি।
হেনকালে দ্বিজের সহিত দময়ন্তী॥

কোলেতে করিয়া নিল উথলিল সুখ।
অঞ্চলে মুছায় রামা ঘামিয়াছে মুখ॥
কত দুঃখ পাইয়াছে কানন ভ্রমণে।
এত দিন ছিলে মাগো কাহার ভবনে॥
জিজ্ঞাসা করিল রাণী সমাচার যত।
মায়ের নিকটে করাইল অবগত॥
শুনিয়া রাণীর প্রেমে হৃদয় পূর্রিত*।
নাহিক দুঃখের শেষ জামাতা সহিত॥
এইরূপে দময়ন্তী থাকে পিতৃবাসে।
মনে মনে নলহেতু সদা শোকে ভাসে॥
পাইলে উত্তম ভক্ষ্য নাহি কিছু খায়।
প্রাণনাথ বিনা তনু সতত শুকায়॥
শয়ন স্বপনে তার নাহি মন সুখ।
বিরলে থাকিলে আঁখিনীরে ভাসে বুক॥
দেখিয়া কন্যার রীতি রাণী জিজ্ঞাসিল।
কেন মা এমন হলি? নয়নে সলিল॥
দিনে দিনে শরীর তোমার দেখি ক্ষীণ।
মনের নাহিক সুখ বদন মলিন॥
দময়ন্তী কহে মাগো করি নিবেদন।
নল বিনা ক্ষণেক নাহিক স্থির মন॥

* পূর্ণ বা পূরিত শুদ্ধ।

নরেন্দ্র ভূপতিপতি ক্ষিতি-অধিকারী।
কাননে আছিল তিন দিন অনাহারী॥
কি হইল কোথা গেল কি করি উপায়।
ভাবিলে তাহার ভাব প্রাণ বাহিরায়॥
রাণী কহে উতলা হইলে কিবা হবে।
রাজাকে কহিয়া অন্বেষণ করি তবে॥
পতিতপাবনি! পাদপদ্মে দে মা স্থান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান॥

অথ নলের উদ্দেশ।

(ত্রিপদী)।

রাজার নিকটে রাণী কহে মৃদু মৃদু বাণী
শুন নাথ কহি সমাচার।
নল বিনা দময়ন্তী নাহিক মনের শান্তি
জীবনে হইল বাঁচা ভার।
ভাল মন্দ নাহি খায় শরীর শুকায়ে যায়
দুনয়নে সদা ঝরে নীর।
দেখিয়া কন্যার মুখ বিদরিয়া যায় বুক
না পারি হইতে আমি স্থির।
জামাতা বিহনে কন্যা কেবল দুঃখের জন্যে
শোক তাপে হৃদয় জ্বালায়।

দূরে ছিল সেই ভাল আনিয়া হইল শাল

হেরে মুখ প্রাণ বাহিরায়।

দময়ন্তী এইরূপ কোথা আছে নল ভূপ

অন্বেষণ কর দেশে দেশে।

নতুবা বিষম হবে কন্যা মোর নাহি রবে

জীবন ত্যজিব আমি শেষে।

প্রিয়ার বচনে সত্য নলের জানিতে তথ্য

ভূদেবে আনিল পুনরায়।

ধরিয়া চরণতলে ভীমসেন নৃপ বলে

এইবার রক্ষা কর দায়।

নল বিনা কন্যা আর্ত্তা* আনিবে তাহার বার্ত্তা

করিব দুঃখের অবশেষ।

শুনিয়া নৃপের বাণী দ্বিজ কহে যোড়পাণি

নাহি চিনি নল কোন বেশ।

যদি কিছু চিহ্ন থাকে দেহ মোরে দিব তাকে

তবে কহিতে পারি তত্ত্ব।

দ্বিজ রামচন্দ্র কয় গৌরীগুণ সুধাময়

উমাপদে রহ মন মত্ত।

ধুয়া। কৃপাকর দয়াময় ভূদেব আমারে।

দ্বিজ বিনা উপকার কে করিতে পারে॥

*আর্ত্তা—কাতরা।

(পয়ার)।

শুনিয়া দ্বিজের বাক্য নরপতি কয়।
কন্যার নিকটে তবে যাহ মহাশয়॥
তাহার নিকটে তুমি পাবে উপদেশ।
তার বচনানুসারে করিবে উদ্দেশ* ॥
সুদেব চলিল তবে উপদেশ জন্যে।
কহে গিয়া কি কর বসিয়া রাজকন্যে॥
আনিতে তোমার কান্ত যাব দেশান্তর।
কিরূপে চিনিব তাকে কহিবে সত্বর॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রামা প্রণমে চরণে।
তুমি কি যাইবে প্রভু নল অন্বেষণে॥
এই কথা স্থানে স্থানে কবে দ্বিজবর।
এক বস্ত্র দোঁহে পরা ছেদিলে অধরণ॥
অবলা সরলা তাতে নিদ্রাযুক্তা নারী।
কাননে ত্যজিয়া গেল করিয়া চাতুরী॥
যাহার নিকটে যথা পাইবে উত্তর।
তখনি আসিয়া প্রভু শুনাবে সত্বর॥
রাজার বচনে দ্বিজ করিলা গমন।
দেশ দেশান্তরে তবে করে অন্বেষণ॥
সকল সভায় দ্বিজ উপনীত হয়।
ভৈমীর বচন গিয়া স্থানে স্থানে কয়॥

* উদ্দেশ—অনুসন্ধান। অধর—পরিধেয় বসন।

কোন্ স্থানে কার কাছে উত্তর না পেয়ে।
অন্য দেশে যায় দ্বিজ সে দেশ ত্যজিয়ে॥
এইরূপে ভ্রমণ করিল নানা দেশ।
অযোধ্যানগরে উপনীত অবশেষ॥
অভয়ার পাদপদ্মমধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস॥

(ত্রিপদী)।

প্রকাশ হইল দিবা না থাকে নলীর* নিভা†
ভস্মে আচ্ছাদিত বায়ুসখা‡।
রবি শশী মেঘে ঢাকে সুবর্ণ মলিন থাকে
দিবাভাগে যেরূপ তারকা।
এরূপ অযোধ্যারাজ্যে নিযুক্ত সারথ্য-কার্য্যে
সভামাঝে থাকে নল ভূপ।
দ্বিজ আসি হেনকালে ঋতুপর্ণ মহীপালে
কহিতে লাগিলা সেইরূপ।
হেন জন কেবা আছে নিবিড় গহন মাঝে
একাকিনী ত্যজে নিজনারী।
এক বস্ত্র পরা দোঁহে ভুলিয়া দারুণ মোহে
নিদ্রাযুক্তা তাহে অনাহারী।

* নলী—কুমুদ ফুল। † নিভা—শোভা।
‡ বায়ুসখা—অগ্নি।

শুনিয়া দ্বিজের বোলে নল নাহি মাথা তোলে
অন্যমুখ নিরখিয়া রয়।
ব্রাহ্মণে ইঙ্গিতে ডাকি উত্তর করিলা ফাকি
সভামাঝে নল গুণময়।
পতি যদি করে দোষ সতী নাহি করে রোষ
পতি সঙ্গে মরে দেহত্যাগে।
যদি পতি হয় মূর্খ না করে প্রকাশ দুঃখ
মন্দ কথা নাহি বলে রাগে।
এত যদি নল ভাষে চলে দ্বিজ নিজবাসে
হরষিত সানন্দহৃদয়।
দ্বিজ রামচন্দ্র নাম হরিনাভি-গ্রামে ধাম
শ্রীদুর্গামঙ্গল রস কয়॥

ধূয়া। বল বল বল দ্বিজ শুভ সমাচার।
অন্বেষণ পাইয়াছ কিছু নাকি তার॥

(পয়ার)।

হরিষ অন্তরে দ্বিজ করিল গমন।
ভীমের কুমারী কাছে দিল দরশন॥
হৃষ্টচিত্ত দ্বিজে দেখি জিজ্ঞাসে ত্বরিত।
নলের বারতা বুঝি পেয়েছ কিঞ্চিৎ॥
দ্বিজ কহে ভ্রমণ করিনু বহু দেশ।
ঋতুপর্ণ-সভাতে উত্তর পাই শেষ॥

দ্বিজের চরণ ধরি কহে রাজকন্যে।
পুনরপি যাইতে হইবে মোর জন্যে॥
দ্বিজ কহে আমি কি তোর বাপের চাকর।
চিরকাল ভ্রমিব যে দেশ দেশান্তর॥
আনিলাম আমি তোকে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
কত কাল গেল তোর নলের লাগিয়া॥
দুই দণ্ড না আসিতে যাহ পুনর্ব্বার।
কিনিয়া রেখেছ যেন দিয়া রাজ্যভার॥
দ্বিজের বচন শুনি দময়ন্তী কাঁদে।
মাথার কুন্তল দিয়া পদ দুটী বাঁধে॥
বিপদসাগর মাঝে দ্বিজ কর্ণধার।
বিষম বিপদে রক্ষা কর এইবার॥
দয়ার সাগর দ্বিজ দেখিয়া কাতর।
না কান্দ না কান্দ যাব অযোধ্যানগর॥
কি কহিতে হবে মোরে কহ শীঘ্রগতি।
শুনিয়া দ্বিজের বাক্য হরষিতমতি॥
যেখানে পাইলে প্রভু কথার উত্তর।
তথায় যাইয়া পত্র দিবেন সত্বর॥
লিখিলা পত্রের পাঁতি নলভূপদারা।
প্রভাতে হইবে দময়ন্তী স্বয়ম্বরা॥
পত্র লয়ে দ্বিজবর করিল গমন।
দ্বিজরামচন্দ্র করি করিল রচন॥

অথ পুনঃ স্বয়ম্বরোদ্যোগ।

(পয়ার)।

পুনরপি উপনীত অযোধ্যা-ভুবনে।
সভায় দিলেন পত্র রাজার সদনে॥
পড়িয়া পত্রের পাঁতি নৃপতি চিন্তিত।
কেমনে বিদর্ভ-দেশে যাইব ত্বরিত॥
বাহুকে ডাকিয়া ঋতুপর্ণ কহে তবে।
পুনরপি দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হবে॥
প্রভাতে সভায় যাব কি করি উপায়।
কেমন সারথি বট জানিব তোমায়॥
আজি দিবামধ্যে যদি লয়ে যাহ তথা।
বহু পুরস্কার পাবে না হবে অন্যথা॥
একেত প্রিয়ার শোকে দহে কলেবর।
শুনিলা তাহার হবে পুনঃ স্বয়ম্বর॥
নাহিক বচন সরে নৈষধের মুখে।
অনলসমান বাক্য বিন্ধে তার বুকে॥
সুবুদ্ধি চতুর নল ভাবে মনে মন।
অবশ্য ইহার কিছু থাকিবে কথন।
এ বড়-আশ্চর্য্য কথা পুনঃ স্বয়ম্বর।
অবশ্য যাইতে হবে প্রেয়সির গোচর॥

বিস্তর ভাবিলা নরপতি হিতাহিত।
রাজাকে কহিল লয়ে যাইব ত্বরিত॥
নলের সারথি আমি চালাইব রথ।
ছয় দণ্ডে উত্তরিব ছয় মাসের পথ॥
বচন শুনিয়া ঋতুপর্ণ হৃষ্টমতি।
দ্বিজ রামচন্দ্রে কৃপা কর ভগবতি॥

ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভে গমন।

(ত্রিপদী)।

নল অশ্ব যুড়ি রথে কহে তবে নরনাথে
রথে রাজা করে আরোহণ।
চালাইব আমি বাজী বিদর্ভ-নগরে আজি
লয়ে যাব ত্বরিত গমন।
দ্বিজ সঙ্গে নরপতি হইল তাহাতে রথী
চলে রথ অতি বায়ুবেগে।
কি কব গমন ত্রস্ত রাজার মাথার বস্ত্র
খসিয়া পড়িল দৈবযোগে।
অশ্বের পড়িল তলে ঋতুপর্ণ নলে বলে
একবার রাখ রাখ রথ।

নলরাজা কহে সার না পারে বসন আর
হৈল বহু দিবসের পথ।
দেখিয়া নলের কাজ ঋতুপর্ণ মহারাজ
প্রশংসা করিল বহু রূপে।
ছাড়াইয়া বহুদেশ নাহিক কিঞ্চিৎ ক্লেশ
কথোপকথন দুই ভূপে।
দ্বিতীয় প্রহর বেলা অর্দ্ধ পথে রথ গেলা
ঋতুপর্ণ সারথিরে কয়।
শুন হে সারথি শুন আমি এক জানি গুণ
স্মরণে না থাকে কলিভয়।
আর গুণ শুন কই সমুখেতে দেখ ঐ
ফলফুলদল বিদ্যমান।
দৃষ্টি মাত্র যদি করি সকল গণিতে পারি
বিরচিল রামচন্দ্র গান॥

(পয়ার)।

শুনিয়া সারথি নল কহে নরনাথে।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিনু সাক্ষাতে॥
বলিতে তোমাকে হবে কত আছে ফল।
কত বা গলিত পক্ক কত পুষ্পদল॥
গণিয়া বলিল ঋতুপর্ণ নররায়।
হাসিতে লাগিলা নল ভুলায় আমায়॥

নল বলে আমার প্রত্যয় নাহি হয়।
ক্ষণেক বিলম্ব কর শুন মহাশয়॥
একে একে গণনা করিয়া আসি আগে।
বিদর্ভনগর মাঝে যাব শেষ ভাগে॥
রাজা কহে অনুচিত বচন সারথি।
মাসাবধি গণিয়া না পাইবে সংহতি॥
প্রভাতে হইবে স্বয়ম্বরা ভীমকন্যে।
বিলম্ব করিলে পথে পাছে লয় অন্যে॥
নল বলে ও সব বচন নাহি শুনি।
বিদর্ভনগরে যাব আগে আমি গণি॥
রথ ফেলে নলরাজা গণিতে চলিল।
ব্যস্তচিত্ত ঋতুপর্ণ করেতে ধরিল॥
ক্ষমাকর হে সারথি ধরি তোর কর।
দেখিয়া দোঁহার রীত হাসে দ্বিজবর॥
ব্যাকুল হইল ঋতুপর্ণ মহীপাল।
আপনি করিলাম আজি আপনার কাল॥
শুনহ সারথি আজি যদি লয়ে যাও।
মনের বাঞ্ছিত ফল তবে কাছে পাও॥
নল বলে যদি আমি এই মন্ত্র পাই।
ক্ষণমাত্রে তবে আমি তথা লয়ে যাই॥
কিঞ্চিৎ চিন্তিয়া ঋতুপর্ণ নলে কয়।
দিতে পারি যদি তুমি কর বিনিময়॥

অশ্বের চালন-মন্ত্র যদি দেহ মোরে।
আমার গণনা-মন্ত্র দিব আমি তোরে॥
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ কাছে কৈল মন্ত্রদীক্ষা॥
শিক্ষা করি মহামন্ত্র চালাইল রথ।
ছয় দণ্ডে উত্তরিল ছয় মাসের পথ॥
উপনীত ঋতুপর্ণ বিদর্ভ নগরে।
সুদেব ব্রাহ্মণ গেল আপনার ঘরে॥
পতিতপাবনি! পাদপদ্মে দে মা স্থান।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীগুণগান॥

(ত্রিপদী)।

ঋতুপর্ণ মহারাজ বিদর্ভনগরমাঝ
নলের সহিত উপনীত।
পূর্ব্ব মত নাহি সভা সেরূপ নাহিক প্রভা
ঋতুপর্ণ হইল চিন্তিত।
কেমন কেমন দেখি বুঝিতে না পারি এ কি
সভার ভিতরে নৃপ চলে।
যথা ভীম নরপতি তথায় করিল গতি
সম্ভাষ করিল কুতুহলে।
ভীমসেন নৃপরায় প্রত্যুদ্গমনে ধায়
আলিঙ্গন করিল সত্বর।

বসাইল সিংহাসনে নৃপতি নৃপতি সনে
কুশল জিজ্ঞাসে পরস্পর।
বহু দিন পরে দেখা কি মনে করিয়া সখা
কহ কহ রাজ্যের মঙ্গল।
শুনেছি ধর্ম্মিষ্ঠ তুমি শস্যহীন নহে ভূমি
প্রজালোকের সতত কুশল।
ভীমসেন যত কয় রাজা অন্যমনা হয়
ভাবে রাজা কি কহিব কথা।
পেয়ে স্বয়ম্বর-পাতি আইলাম রাতারাতি
নাহি কিছু তাহার বারতা।
ভাবি কহে ঋতুপর্ণ নিত্য করি রাজকর্ম্ম
নাহি দেখা বন্ধুজন সনে।
কবে মরি বাঁচি কবে সাক্ষাৎ করিতে হবে
আইলাম রামচন্দ্র ভণে॥

অথ নলের কলিত্যাগ।

(পয়ার)

এইরূপে ঋতুপর্ণ ভাবিতহৃদয়।
ভীমসেন দিলা বাসা অপূর্ব্ব আলয়॥
এখানে নরেন্দ্র নল অশ্বগণ রাখে।
অশ্ব অশ্বশালে বাঁধি লুকাইয়া থাকে॥

পাছে যদি কেহ চিনে নরেশশার্দ্দূল।
শরীরে আছিল কলি হইল ব্যাকুল॥
কর্কটের বিষে একে জ্বর জ্বর দহে।
অধিক রাজার মন্ত্রে স্থিরতর নহে॥
বদন হইতে মুক্ত হইল কলিকাল।
কুপিলা কলিরে দেখি নল মহীপাল॥
ধরিলা কলির কেশ সংহার-উদ্যমে।
থর থর কাঁপে কলি ঠেকিলা বিষমে॥
কে তুমি আমার দেহে কেন কৈলে বাস।
সত্য কহ নতুবা এখনি করি নাশ॥
কলি কহে নাহি বধ তবে আমি কই।
কাতর দেখিয়া নল বলিলেন তাই॥
কাতর হইয়া কহে করি কৃতাঞ্জলি।
তোমার শরণাগত আমি ঘোর কলি॥
কূরুর স্বভাব মোর পাপকর্ম্মে রত।
পাপাত্মা পরের হিংসা ধর্ম্ম করি হত॥
রাজা কহে মোর দেহে ছিলে কি কারণে।
কোন কালে বিবাদ নাহিক তোমা সনে॥
কলি কহে শুন রাজা নিবেদন করি।
বিবাহ সভায় যবে ভীমের কুমারী॥
হইল তোমার দারা ক্রোধ হইল তাতে।
আসিয়াছিলাম আমি দেবতার সাথে॥

কিছুকালে তোমার পাইনু পাপলেশ।
সেই পাপে তব দেহে করিনু প্রবেশ॥
যত দুঃখ পাইয়াছ আমি সে কারণ।
যা কর এখন রাজা লয়েছি শরণ॥
রাজা কহে সমুচিত ফল দিতে পারি।
কি করিব শরণাগতেরে নাহি মারি॥
রাজারে ত্যজিয়া কলি দিল এক বর।
অবধান কর রাজা যাই স্থানান্তর॥
কর্কটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে আমি নাহি যাব সেই স্থল॥
ত্যজিলা যদ্যপি কলি নৃপতির তনু।
মেঘ হইতে প্রকাশ হইল যেন ভানু॥
ভুবন-ঈশ্বরী ভাবি চরণকমল।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র শ্রীদুর্গামঙ্গল॥

অথ নলদময়ন্তীর মিলন।

ধুয়া। বল প্রভু কতক্ষণে পাব দরশন।
কোথায় রাখিয়া এলে হৃদয়ের ধন॥
হেন ভাগ্য হবে কবে নল সঙ্গে দেখা হবে
নয়ন জুড়াবে তবে সফল জীবন॥

(পয়ার)।

ঋতুপর্ণ সহিত আসিয়া দ্বিজবর।
ভীমের তনয়া কাছে চলিল সত্বর॥
দময়ন্তীকাছে গিয়া কহে যোড়পাণি।
এনেছি মা তোমার মনের গুণমণি॥
ঋতুপর্ণ রাজার সারথি এক জন।
পড়িয়া পত্রের পাঁতি করিলা রোদন॥
তোর কথা জিজ্ঞাসিলা বিরলে ডাকিয়া।
তাহার গুণের সংখ্যা না পারি কহিয়া॥
কিবা অশ্বশিক্ষা তার কিবা দ্রুত গতি।
ছয় দণ্ডে উত্তরিল বিদর্ভ-বসতি॥
দ্বিজের চরণ ধরি কহে যোড়পাণি।
কোথায় রহিলা প্রভু সেই গুণমণি॥
অনুমানে বুঝি আমি হবে গুণময়।
বিধি কি আমার প্রতি হইবে সদয়॥
প্রেমে পুলকিত তনু রোমাঞ্চ শরীর।
প্রেমভরে গদগদ সতত অস্থির॥
কত ক্ষণে হবে দেখা ক্ষীরের পুতলি।
মধুভরে কমলিনী চাহে যেন অলি॥
শুনিয়া তাহার গুণ কিঞ্চিৎ আশ্বাস।
তথাপি তাহার মনে না হয় বিশ্বাস॥

ব্রাহ্মণেরে দিল রাজা নানা রূপ ধন।
নিজনিকেতনে দ্বিজ করিল গমন॥
অভয়ার পাদপদ্মমধু করি আশ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস॥

ধুয়া। তারা এবার ফিরে চাও গো
দীনহীন ক্ষীণ অকিঞ্চনে।
ভজনবিহীন হইয়া কঠিন যদি ভাব ভিন্
দোহাই তোমার ত্রিলোচনে॥

(পয়ার)।

প্রত্যয় কারণে রাজা জানিতে বিশেষ।
রন্ধন করিতে দ্রব্য পাঠায় অশেষ॥
সকল সামগ্রী দিল বিনা অগ্নি জল।
ইহাতে বুঝিবে রাজা হয় কিনা নল॥
অন্দর-সমীপে ছিল উত্তম আলয়।
দাসীগণে রন্ধনের কৈল পরিচয়॥
নলের নিকটে আসি দাসীগণ বলে।
তোমার পাকের স্থান ভিতরমহলে॥
দাসীর সহিতে গেলা করিতে রন্ধন।
দেখিলা অশেষ দ্রব্য আছে আয়োজন॥
জল লইবার পাত্র নাহি তাতে জল।
তুষ কাষ্ঠ সহ আছে নাহিক অনল॥

ঈষদ্ হাঁসিয়া কয় কেন কান্দ মহাশয়
আজি হেরি কপট রোদন।
যখন কাননচারী একাকিনী সঙ্গে নারী
ত্যজিলে তখন শূন্যস্নেহ।
হেরিয়া পুত্রের মুখ আঁখি নীরে ভাসে বুক
এখন বাড়িল বড় মোহ*।
পুণ্যবান্ লোকে কয় জানিলাম পরিচয়
নারী প্রতি এতেক নিষ্ঠুর।
দ্বিজ রামচন্দ্র বলে অভয়ার পদতলে
মোর মন-দুখ কর দূর।

ধুয়া। এসো হে প্রাণনাথ আছিলে কেমন,
এত দিনে এলো মোর শরীরে জীবন।

(পয়ার)।

মনে মনে ছিল যদি হয় সুপ্রকাশ।
এ দুঃখ কহিব তবে পেয়ে প্রাণনাথ॥
মনে আছে যত দুঃখ কানন ভ্রমণে।
উথলিল আজি সব নল দরশনে॥
বসনে বদন ঢাকি আঁখি জবাফুল।
না সরে উত্তর কিছু শরীরে আকুল॥

* মোহ—আসক্তি, অনুরাগ।

হেরিয়া আপন নারী নল মহারাজ।
কি দিবে উত্তর তাকে লাগে বড় লাজ॥
উভয়ের বাক্য শুনে চাহে পরস্পর।
নয়নে সলিল বহে শরীর অচর * ॥
যথোচিত অপরাধী নলরাজা আছে।
কহিতে না পারে বাক্য নিজনারীকাছে॥
কৌতুক করিয়া কহে নল রসময়।
হইবে আশ্চর্য্য নাকি নৃপতি-সভায়॥
সধবা নারীর নাকি হবে স্বয়ম্বর।
অদৃষ্ট অশ্রুত কর্ম্ম দেখিব গোচর॥
যদ্যপি পতির থাকে শত শত দোষ।
সেই অপরাধে সতী নাহি করে রোষ॥
এ বোল বলিল যদি নল গুণান্বিত।
কহিতে লাগিল কথা নাথের সহিত॥
তোমায় পাবার হেতু স্বয়ম্বরচ্ছল।
এত দিনে অভয়া আমারে দিল স্থল॥
এইরূপে কথোপকথন দুই জনে।
শ্রীদুর্গামঙ্গল দ্বিজরামচন্দ্র ভণে॥

* অচর—অচল।

বেহাগ রাগিণী। ভঙ্গ-ত্রিপদী।

নিবেদই রতিপতি করহে আলাপ

পাইয়াছি প্রাণনাথ রজনী বঞ্চিব সাথ
ঘুচাইব মনের সন্তাপ।

করিতে ব্যাকুল প্রাণ কোথা সে কুসুমবাণ
কোথা বা সে মলয় পবন।

আসিতে পুরুষ-কাছে ভয় কর যদি পাছে
ভয় নাই নহে ত্রিলোচন।

অনেক দিনের পরে পিক! নাথ এলো ঘরে
তুয়া রবে জুড়াবে পরাণ।

নিকটে ডাকিতে ভাল আমার লাগিত শাল
জীবন করিতে জর জর।

ছিলাম নাথের হীন জ্বালাইতে নিশি দিন
কোথা গেল সেই মধুস্বর।

মধুকর হে আজি সুখে কর মধুপান।

বকুল-কুসুমে ব'স পিও কুসুমের রস
কামিনীর রাখ হে সম্মান।

প্রিয়াসাথে মুখে মুখে কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জ সুখে
রেণু মাখি শরীর ধূসর।

স্তবকে স্তবকে কলি ক্ষণে ক্ষণে বৈসে অলি
এই বার ক্ষর হে সুস্বর।

সুধাকর হে পূর্ণরূপে কর সুধাদান।
তোমার কিরণবাসে বসিব নাথের পাশে
বহুকাল রবে তব মান।
মলয় মারুত কই নাথের করিব জয়ী
কোথায় রহিল ঋতুরাজ।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয় কামিনী যামিনী চায়
দিবসে ঘুচিবে বুঝি লাজ॥

অথ নলের প্রকাশ।

মঙ্গলরাগ।

লঘু ত্রিপদী।

হইল প্রকাশ নল আইল বাস
শুনিলা বিদর্ভ-পতি।
সানন্দিত রাণী পুরোহিত আনি
পূজা করে ভগবতী।
এয়োগণ মেলি করে হুলাহুলি
আহ্লাদসাগরে ভাসে।
বস্ত্র আভরণ নানা জাতি ধন
বিলাইলা দ্বিজপাশে।

ক্ষত্র-দ্বিজাঙ্গনা আসি যত জনা
তাঁদের তনয়াকাছে।
তুমি কন্যা সতী পেলে হারা পতি
এয়োত্তর ভাল আছে।
বাজে উতরোল মন্দিরা মাদল
মৃদঙ্গ রসাল ঢাক।
করতাল খোল ডাশা ডম্ফ ঢোল
কাড়া পড়া * যোরা শাঁক।
বীণা দিয়া তন্ত্র বাজে নানা যন্ত্র
নূপুর মধুর কাঁশী।
বেণু বীণা বাঁক সেতারা পিনাক
তম্বুর তরঙ্গ বাঁশী।
মনে মনে সুখী যত আছে দুখী
কলাবৎ করে গান।
পাঁচালী প্রবন্ধ কহে রামচন্দ্র
রচিত সুন্দর গান॥

---

* পড়া—পটহ, ঢাক।

ঋতুপর্ণরাজার স্বদেশে গমন।

(ত্রিপদী)।

ঋতুপর্ণ নরপতি শুনিলেন পরে তথি
সারথি নহেক নলবীর।
লজ্জায় মলিন রূপ বিস্ময় হইল ভূপ
কাঁপে তনু লোমাঞ্চ শরীর।
নলের নিকটে গিয়া দুটী কর করে নিয়া
মিনতিপূর্ব্বক রাজা কয়।
আছিলে আমার ঘরে এতেক বঞ্চনা মোরে
নাহি দিলে কেন পরিচয়।
পৃথিবীর মধ্যে কর্ম্ম তুমি হে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম
তব অপমানে ধর্ম্ম হত।
আমার পরম পূজ্য দিয়াছিলাম নীচ কার্য্য
তাতে অপরাধ মোর কত।
শুনিয়া মিনতি অতি কহে নল নরপতি
ধর্ম্মশীল তুমি মহাশয়।
ত্রাসিত কলির ত্রাসে থাকিয়া তোমার বাসে
পরিত্যাগ মোর কলিভয়।
কেন মিথ্যা ভাব দুখ পেয়েছি যথেষ্ট সুখ
তব রাজ্যে দেখিয়া সুরীত*।

* সুরীত—উত্তম নিয়ম।

তোমা হইতে কলিমোক্ষ* হইল পরম সখ্য
কি কহিব তোমার চরিত।
পরস্পর আলাপন শেষে প্রেম আলিঙ্গন
ঋতুপর্ণ গেলা নিজবাসে।
দ্বিজরামচন্দ্র কয় গৌরীগুণ সুধাময়
শ্রীদুর্গামঙ্গল রস ভাষে।

(পয়ার)।

কিছু দিন থাকে নল শ্বশুর-সকাশে।
ভার্য্যার সহিত চলে আপনার বাসে॥
এখানে নলেরে ত্যজি কলি মহাশঠ।
সংবাদ কহিতে গেলা পুষ্কর-নিকট॥
এত দিনে নলদেহভোগ অবসান।
আপনি সে রক্ষাকর আপনার প্রাণ॥
এত বলি গেল কলি আপনার বাসে।
পুষ্কর হইল ভীত কাঁপে অতিত্রাসে॥
কি করিব কোথা যাব ভাবিয়া না পাই।
শরণ লইতে এবে কার কাছে যাই॥
এত ভাবি সিংহাসন ত্যজিলা পুষ্কর।
আগবাড়াইতে নলে চলিল সত্বর॥

* মোক্ষ—কলিভয় মোচন।

গলে বদ্ধ বসন জুড়িয়া ছুটি কর।
দীন হীন জন যেন চলিল পুষ্কর ॥
হেন কালে নলরাজা দেশে উপনীত।
পথমাঝে হইল দেখা অনুজসহিত ॥
নলের চরণ তলে পড়ে ছোট ভাই।
করিলে আপনি রক্ষা তবে রক্ষা পাই ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা তুমি তোমার চিহ্নিত।
চরণে শরণাপন্ন যা কর উচিত ॥
দয়া উপজিল দেখি নরেশমনুজে।
কৈল অনুকম্পা-দান আপন অনুজে।
দুই ভাই আলিঙ্গন করিল কৌতুকে।
শুনিয়া সকল প্রজা ভাসে অতিসুখে ॥
কিছু অধিকার দিলা নিজ সহোদরে।
নরেন্দ্র ভূপতি নল নৈষধনগরে ॥
নৈষধনগরে রাজা নল পুনরায়।
শ্রীদুর্গামঙ্গল দ্বিজরামচন্দ্র গায় ॥

অথ নবমীব্রতসাঙ্গ।

(পয়ার)।

দময়ন্তীর ব্রতের বৎসর পূর্ণ হয়।
রাজার নিকটে গিয়া করপুটে কয়॥
শুন নাথ! নিবেদনে কর অবগতি।
আছিল আমার ব্রত পূজিব পার্ব্বতী॥
যখন ত্যজিয়া গেলে কাননের মাঝে।
স্থির নহে থর থর সলিল পঙ্কজে॥
কি করিব কোথা যাব না দেখি উপায়।
দুর্গা দুর্গা বলে ডাকি রাখ মা আমায়॥
শুন হে বিপদ্ নাথ বড়ই বিষম।
পথ মাঝে এক ফণী করিল আক্রম॥
ফণী দেখি থর থর কাঁপে কলেবর।
ভাবি অভয়ার পদ হইয়া কাতর
ভুজঙ্গ বধিলা আসি দৈবে এক ব্যাধে।
দেখিয়া তাহার ভাব অশ্রু জলে কাঁদি॥
অভিশাপ দিলাম আমি ব্যাধের নন্দনে।
মোর শাপে ভস্ম ব্যাধ হয় ততক্ষণে॥
শুন দুঃখ কথা নাথ শুন দুঃখ কথা।
সে সব হইলে মনে হৃদে লাগে ব্যথা॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈবে পাইলাম স্থল।
তোমার লাগিয়া কিন্তু হৃদয়ে চঞ্চল॥

তথায় করেছি আমি শ্রীদুর্গানবমী।
হইল ব্রতের পূর্ণ পূজিব ভবানী॥
সেই ফলে তোমাকে পেয়েছি পুনর্ব্বার।
ব্রতের বৎসর পূর্ণ হইল আমার॥
শুনিয়া রাণীর দুঃখ নরপতি নল।
নয়নে সলিল বহে হৃদয় বিকল॥
কি করিবে বিধাতা দিলেন এত দুখ।
দ্বিজ রামচন্দ্রে দুর্গা না হবে বিমুখ॥

ধূয়া। এসো গো আনন্দময়ি! আমার আনন্দ ধাম,
পঙ্কজ পঙ্কজদলে করহ তাতে বিশ্রাম।
সহস্রারে স্থান দিব পাইবে পরমশিব,
উদ্ধার হইবে জীব পূরাইবে মনস্কাম॥

(ত্রিপদী)।

শুনে রাজা একচিত মনে মনে হরষিত
নবমীর ব্রতের প্রচার।
আনি কুলপুরোহিত বিধান বিহিত নীত
আয়োজন অশেষ প্রকার॥
হেমকুম্ভপূর্ণ বারি সিন্দূরে মণ্ডিত করি
সফল পল্লব দিলা তায়।
করিয়া অঞ্জলিপুটে আবাহন কৈল ঘটে
পরিবার শুদ্ধ দেবতায়।

প্রথমে আসন শুদ্ধি যেরূপ নিয়ম-বিধি
সেইরূপ করিলা সকল।
গণপতি দিবাকর কৌষিকী আর হর
প্রথমেতে পূজিলা অনল*।
অঙ্গন্যাস প্রাণায়াম করিলা দেবীর ধ্যান
মানসেতে করিলা পূজন।
কুসুম চন্দন দূর্ব্বা জাহ্নবীর জলগর্ত্তা
অর্ঘ্যপাত্রে করয়ে স্থাপন।
পুনর্ব্বার ধ্যান করে দিয়া নানা উপচারে
আসন স্বাগত পাদ্য জল।
অর্ঘ্য আর মধুপর্ক পট্ট বস্ত্র তুল্য অর্ক
আভরণ অঙ্গের সকল।
চন্দনে চর্চ্চিত ফুল নৈবেদ্যের নাহি তুল
ধূপ দীপে আমোদিত করে।
ভক্তিভাবে গদগদ পূজিলা দুর্গার পদ
কত রূপে কত স্তুতি করে।
দময়ন্তী সখী মেলি দিয়া জয় হুলাহুলি
ব্রতকথা করয়ে শ্রবণ।
এই ব্রত নবমীর যে করিবে সদা স্থির
তার দুঃখ হবে বিমোচন।

* প্রথমে গণেশ ও শিবাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিলেন, শিবাদি পঞ্চ দেবতা যথা ;—শিব, ভাস্কর, অগ্নি, কেশব, কৌষিকী।

শুনি সবে ঘরে ঘরে অভয়ার ব্রত করে
মনের বাঞ্ছিত পায় ফল।
দ্বিজরামচন্দ্র কয় গৌরীগুণ সুধাময়
কৃপাকরি প্রদে দিবা স্থল।

নলদময়ন্তীর স্বর্গে গমন।

পয়ার।

কুবেররমণী পুত্র শোকে জর জরে।
কত দিনে পাব আমি জয়ৎসেনে ঘরে॥
অভয়া-নিকটে কহে কুবের-রমণী।
কত দিন পাব দুঃখ জগৎ-জননী॥
তাহারে কাতর দেখি কহেন পার্ব্বতী।
ত্বরিতে আনিয়া দিব তোমার সন্ততি॥
স্বপনে আসিয়া নলে কহেন ভবানী।
আর কত কাল তুমি থাকিবে অবনী॥
মোর অভিশাপে তুমি আসিয়াছ ক্ষিতি!
প্রভাতে যাইতে হবে কুবের-বসতি॥
আসিবে তোমার লাগি অপূর্ব্ব বিমান*।
ভার্য্যার সহিত স্বর্গে করিবে প্রয়াণ॥

বিমান—শূন্যগামী রথ, পুষ্পকরথ।

স্বপন দেখিয়া নল প্রভাতে উঠিল ।
প্রধান প্রধান প্রজাগণেরে আনিল ॥
হাতে হাতে সমর্পণ কৈল জয়ন্তেরে ।
জয়ন্ত হৈল রাজা পালিবে ইহারে ॥
নিজ পুত্রে করি রাজা নল নরপতি ।
ভার্য্যার সহিত চলে পিতার বসতি* ॥
সম্মুখেতে উপনীত অপূর্ব্ব বিমান ।
উঠিলা ভার্য্যার সহ নল পুণ্যবান্ ॥
স্বর্গেতে গমন কৈল দময়ন্তী ভূপ ।
মন্দাকিনী স্নান করি হৈল দেবরূপ ॥
শুনিয়া কুবেরভার্য্যা হরষিত মন ।
পুত্রবধূ ঘরে নিল করিয়া বরণ ॥
এথানে জয়ন্ত রাজা নৈষধ-ভুবনে ।
সন্তান সমান করে প্রজার পালনে ॥
নল দময়ন্তীকথা করিলে শ্রবণ ।
কলির নাহিক ভয় পাপবিমোচন ॥
অতঃপর বলি কঙ্কালী-অভিশাপ† ।
রচিল শ্রীরামচন্দ্র সংগীত আলাপ ॥

ইতি দুর্গামঙ্গল কাব্য সমাপ্ত ॥

* পিতার বসতি—কুবেরভবন, অলকা ।
† "কঙ্কালী-অভিশাপ"—দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচিত অন্যতম গ্রন্থ ।